চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 141 Sunday, 21 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৪১ সংখ্যা ❋ ৮ বৈশাখ , ১৪৩১ রবিবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এখানকারের তিনবারের বিধায়ক হরি বল্লভ শুক্লা শনিবার ভোপালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। ...বিস্তারিত পাতা ২

বৈশাখের প্রখর তাপদহকে উপেক্ষা করে চলছে ভোটের প্রচার। ঘোড়াদল বাজারে জন সংযোগে অংশ নিলেন মথুরাপুর কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার।..বিস্তারিত পাত ৩

সারাটা দিন যেমন তেমন ,রাত গভীর হলেই নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে মাঝ বয়সী ব্যক্তি। এরপর নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই শুরু হয় এলাকার একাধিক বাড়িতে তাণ্ডব,..বিস্তারিত পাতা ৫

বাইশ গজ আর ব্যাট এই দু'টো জিনিস দেখলেই ৪৩ এর ধোনি যেন ২৩ এর তরুণ ক্রিকেটার হয়ে যান। ধোনির ব্যাটের ঝাঁঝ এখনও কমেনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

লোকসভা নির্বাচনের লক্ষ্য ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করা ঃ প্রধানমন্ত্রী

পারভানি, ২০ এপ্রিল ঃ এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য হল ভারতকে বিকশিত দেশে পরিণত করা। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মাত্র ১০ বছরেই ভারত উন্নয়নের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে।

শনিবার মহারাষ্ট্রের পারভানিতে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জনতার উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমি 'বিকাশ'-এর মাধ্যমে শোধ করব। ২০২৪ সালের নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের জন্য নয়, এই নির্বাচনের লক্ষ্য ভারতকে উন্নত করা। মোদী বলেছেন, আমি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করেছি এবং দরিদ্রদের বেদনা বুঝতে পারি। আপনাদের স্বপ্নই আমার স্বপ্ন। কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট থেকে সাবধান থাকবেন। কংগ্রেস এমন একটি লতা, যার শিকড়ও নেই, জমিও নেই, যে কংগ্রেসকে সমর্থন করে তাকেও শুকিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিজেপি আগামী ৫ বছরের জন্য নিজেদের সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে। এই সংকল্প পত্র হল মোদীর গ্যারান্টি কার্ড। আমরা দরিদ্রদের জন্য ৩ কোটি নতুন বাড়ি করার গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়ুস্মান ভারত যোজনার আওতায় ৭০ বছরের বেশি বয়সীরা উপকৃত হবেন। আমরা সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করব এবং ভারতকে একটি বিকশিত ও স্বনির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দেশভাগের জন্য দায়ী ছিল কংগ্রেস। কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী ছিল কংগ্রেস। ৩৭০ ধারার অজুহাতে কাশ্মীরে সংবিধান কার্যকর হতে দেয়নি কংগ্রেস! কংগ্রেস দলিতদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কংগ্রেস কখনই মহারাষ্ট্র ও মারাঠওয়াড়ার উন্নয়ন হতে দেয়নি।

শক্তিপুর ও বেলডাঙায় নতুন ওসি পাঠাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে রামনবমীর দিন শোভাযাত্রা ঘিরে অশান্তির অভিযোগে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের দুই থানার ওসিদের সাসপেন্ড করেছিল নির্বাচন কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠনের নির্দেশও দিয়েছিল। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুই থানায় নতুন ওসি নিয়োগ করল কমিশন। শক্তিপুর ও বেলডাঙায় ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বিশ্বজি হালদার ও শামসের আলি। শনিবার দুপুরে কমিশনের তরফে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের উপর দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

কমিশন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শক্তিপুর থানার নতুন ওসি হলেন বিশ্বজি হালদার। তিনি মুর্শিদাবাদের সাব ইন্সপেক্টর পদে ছিলেন। এদিকে, বেলডাঙার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন শামসের আলি। তিনি বীরভূমের কোর্ট ইন্সপেক্টর ছিলেন। ভোট পর্যন্ত তাঁদের উপরই দায়িত্ব দিল কমিশন। শনিবার বিকেল থেকে তাঁরা সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে ওসির দায়িত্ব নেবেন বলে খবর। শুক্রবার সন্ধেবেলা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই দুই থানার ওসিদের সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। শনিবার দুপুরের মধ্যে সেই পদে নতুন পুলিশ আধিকারিকদের আনা হল। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ও শক্তিপুরের ২ ওসিকে সরিয়ে দেওয়ার নোটিসে নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিল, রামনবমীর মিছিল ঘিরে যে অশান্তি হয়েছে এলাকায়, তাতে দায়িত্ব পালনে তাঁরা ' তাই দুই ওসিকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট গঠন করতে হবে। পাশাপাশি ওই দুই থানায় নতুন করে ওসি নিয়োগের জন্য রাজ্যের তরফে নাম চেয়ে পাঠানো হয় শনিবার ১১টার পর। সেইমতো কমিশনের তরফে এদিন বিশ্বজি হালদার ও শামসের আলিকে নিয়োগ করা হল।

মেয়ের জন্ম, খাস কলকাতায় স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে শ্রীঘরে স্বামী

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২০ এপ্রিল ঃ কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া 'অপরাধ মনে করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন স্বামী। এমনই অমানবিক অভিযোগ উঠেছে গড়িয়া এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে। 'অবিচারের বিরুদ্ধে একমাসের সন্তানকে নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে শনিবার বারুইপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র এক বছর আগে গড়িয়ার বাসিন্দা নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের তনুশ্রী হালদারের। কর্মসূত্রেই দুজনের পরিচয়। পরে সেই সম্পর্কে প্রণয়ে গড়ায়। তার পর দুই পরিবারের সহমতে দুজনের চারহাত এক হয়। বিয়ের পর থেকেই তাঁর উপর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। চাপ দিয়ে ২ লক্ষ টাকা পণও আদায় করে বলেও দাবি করেছেন তনুশ্রী। মাঝেমধ্যে তাদের মধ্যে অশান্তি হত। পরিবার এবং প্রতিবেশীরা অশান্তি থামাতেন। মীমাংসা করত তারা। সেই ঝগড়াই আজকের এই দৃশ্যের জন্ম দেয় বল জানা গিয়েছে।

৪০০ তো দূর কি বাত,২০০-ও পেরবে না বিজেপি'

কংগ্রেসকে 'মদত দিতে রাজি তৃণমূল! মালদহের সভায় শর্ত চাপালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসকে 'মদত দিতে রাজি তৃণমূল কংগ্রেস। মালদহের নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে অবস্থান স্পষ্ট করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেটা বাংলায় নয়, বরং দেশের অন্য প্রান্তে। এ রাজ্যে বাম এবং কংগ্রেস বিজেপির হয়ে 'ভোট কাটা'র কাজ করছে বলেও অভিযোগ করলেন তিনি। চাঁচাছোলা ভাষায় বিজেপিকেও আক্রমণ করতে ছাড়লেন না মমতা। শনিবার গাজোল ও মানিকচকে নির্বাচনী সভা করেন মমতা। এই এলাকা 'গনি গড়' হিসেবেই পরিচিত। কংগ্রেসের দুর্দিনেও মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে হাত শিবিরের সাংসদ রয়েছেন। সেই এলাকায় ভোটপ্রচারে ইন্ডিয়া জোট সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা। বললেন, কংগ্রেস যেখানে যেখানে লড়াই করছে ভালো করে লড়াই করুক, পুরো মদত দেব। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কাটতে আসবে না। এর পরই তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় কংগ্রেস ও সিপিএম, বিজেপির হয়ে কাজ করছে। বিজেপি চাইছে, কংগ্রেস কিছুটা ভোট কাটুক, সিপিএম কিছুটা ভোট কাটুক, আর ওরা (বিজেপি) জিতে যাক। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাংলার পাওনা-গন্ডা নিয়েও সরব হন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ, সংসদে বাংলার পাওনা নিয়ে কংগ্রেস সাংসদরা কোনওদিন সরব হননি। তাঁর খোঁচা, বিজেপি যখন আমায় চোর বলছে, তখন ওদের

প্রদেশ সভাপতিও আমাকে চোর বলছে। তৃণমূলকে হারাতে নেমেছে ওরা। শুধু বাম-কংগ্রেস নয়, বিজেপির বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন তিনি। মমতার কটাক্ষ, ৪০০ তো দূর কি বাত। এবার ২০০-ও পেরবে না ওরা। প্রবল তাপে যেখানে গোটা রাজ্যবাসীর প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, সেখানে মালদহ দক্ষিণে নির্বাচনী সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, গরমে আপনারা আমার সভায় এসেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ওদের বড় সাহস! বলছে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। মনে রাখবেন সাহস ভাল কিন্তু দুঃসাহস ভাল নয়। '' মমতা বলেন, আপনারা ভয় পাবেন না, ইডি-সিবিআইকে নিয়ে ভয় পাবেন না। বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় আসছে না। বিজেপির বিরুদ্ধে যদি কোনও দল কাজ করে, তবে সেটা কংগ্রেস বা সিপিএম নয়। সেটা তৃণমূল। শনিবার মালদহ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে গাজলের কলেজ মাঠে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভার পরে, দুপুরে মালদহ দক্ষিণের দলীয় প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মানিকচকের এনায়েতপুরে আর একটি জনসভায় গিয়ে যোগ দেন তৃণমূল নেত্রী। রবিবার বালুরঘাট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লবের সমর্থনে বালুরঘাটে জনসভা করার কথা তাঁর। সোমবার চাকুলিয়া ও করণদিঘিতে জনসভা করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

মান ভাঙালেন কুণাল, ভোটের দায়িত্ব দিলেন সুদীপ, অনশন প্রত্যাহার মোনালিসার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ অনশন প্রত্যাহার করলেন কলকাতা পুরসভার ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্যে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। শনিবার

সত্যাগ্রহের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন কুণাল। সেখান থেকে উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে মোনালিসার কথা বলিয়ে দেন। কথাবার্তার মাঝেই দলীয় কাউন্সিলরকে ভোটের দায়িত্বও দেন সাংসদ। সবমিলিয়ে এদিন ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের অভিমান গলে জল। গন্ডগোলের শুরু দিন কয়েক আগে থেকে। উত্তর কলকাতা লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য নতুন নির্বাচনী কার্যালয় খোলা হয়। মোনালিসা এবং তাঁর অনুগামীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নির্বাচনী কার্যালয় ছিল। আচমকা ভোটের আগে কাউন্সিলরকে অন্ধকারে রেখে তড়িঘড়ি নতুন কার্যালয় খোলা হয়েছে। সেখানে যাঁরা আনাগোনা করছেন কস্মিনকালেও তাঁদের এলাকায় রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। তিনি আরও দাবি করেন, কাউন্সিলরকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে নির্বাচনের কাজ করতে চাইছে কেউ কেউ। এটা ঠিক নয়। কাউন্সিলরের প্রশ্ন, ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড কি উত্তর কলকাতার বাইরে? এখানকার রেজাল্ট যদি খারাপ হয় তাহলে তো কাউন্সিলরকেই জবাব দিতে হবে। এর জন্যই উচ্চ-নেতৃত্বর কাছে গিয়েছিলাম। আমি অনেক মিটিংয়ে বলেছি একসঙ্গে কাজ করা উচিত। কিন্তু কয়েকজনের জন্য সেটা হচ্ছে না। অভিযোগ, এই ধরনা তুলে নিতে তৃণমূল কাউন্সিলরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিন সেই মান-অভিমান মেটাতে সটান ধরনা মঞ্চে হাজির হন রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ। অভিমানী কাউন্সিলরকে বোঝান। কথা বলিয়ে দেন সাংসদের সঙ্গে। ভোটে প্রচার দায়িত্বও দেন। সেই দায়িত্ব পেয়ে তৎক্ষনা অনশন প্রত্যাহার করেন মোনালিসা।

দিল্লির কুকুর হওয়ার চেয়ে বাংলার বাঘ হওয়া ভালো

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২০ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফা পেরিয়ে পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় দফা ভোট রাজ্যের ৩ কেন্দ্রে। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ লোকসভা আসনটি। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী বিজেপি থেকে দলবদলকারী প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তাঁর সমর্থনে শনিবার গোয়ালপোখরে প্রচার করতে গিয়ে বিজেপিকে নয়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উর্দুভাষাভাষী এলাকায় ভোটের প্রচারে আগাগোড়া হিন্দিতে বক্তব্য রাখলেন অভিষেক। বললেন, ওরা বলছে, ৪০০ পার। আর আমরা বলছি, ৪৪০ ভোল্টের ঝটকা। কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে এদিন প্রচারসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'দিল্লিতে ভূমিকম্প চাই। যারা ভাগাভাগির কথা বলে, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়িয়ে দেয়, দাঙ্গা করায়, তাদের সরাতে হবে। মোদী বলেন, ৪০০ পার। আমি বলি, ওঁদের ৪৪০ ভোল্টের ঝটকা দিতে হবে।'' পাশাপাশি রায়গঞ্জের বিদায়ী সাংসদকে দেবশ্রী চৌধুরীকে খোঁচা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, পাঁচ বছরে সাংসদকে পেয়েছেন এলাকায়? এবার তিনি দক্ষিণ কলকাতায় জবাব পাবেন। চব্বিশের ভোটে দেবশ্রী চৌধুরীর কেন্দ্র বদল করে কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী করেছে বিজেপি। আর তাই অভিষেকের এই কটাক্ষ। সাম্প্রতিক অতীতে রায়গঞ্জের রাজনীতিতে ঘাসফুল ফোটেনি। কখনও কংগ্রেস, কখনও সিপিএম, কখনও বিজেপিই সেখান থেকে জনপ্রতিনিধি হয়ে দিল্লির দরবারে গিয়েছেন। এবার তৃণমূলের কাছে ঘাসফুল ফোটানোর চ্যালেঞ্জ। এখান থেকে বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কৃষ্ণ কল্যাণীর উপর সেই ভার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকথা মনে করিয়ে জনতার উদ্দেশে অভিষেকের আর্জি, কৃষ্ণ কল্যাণীকে জিতিয়ে বিজেপিকে জবাব দিন। তিনি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর আয়কর বিভাগ তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ কল্যাণী লড়াই করেছেন। এমন জনপ্রতিনিধিরই তো জেতা উচিত। দিল্লিকে আমরা ভয় পাই না। দিল্লির কুকুর হওয়ার চেয়ে বাংলার বাঘ হওয়া ভালো। আমি কথা দিচ্ছি, ৪ জুন ফল প্রকাশের পরই আমি এখানে আসব। সকলের সঙ্গে বিজয় উৎসবে শামিল হব। কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভার পর এদিন অভিষেক চলে যান ইটাহারে। তা বালুরঘাট কেন্দ্রের অন্তর্গত। এখানকার তৃণমূল প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তাঁর সমর্থনে ইটাহারে রোড শো করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

মোদী সরকার থাকলে দেশটাকেই খুঁজে পাবেন না ঃ মানিক সরকার

গন্ডাছড়া, ২০ এপ্রিল ঃ ২৬শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই যেন ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের ভোটের বাজার সরগরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে বিজেপি, তিপ্রা মোথা এবং আইপিএফটি যৌথ ভাবে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মনের সমর্থনে ঝড়ো মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত করার পর শনিবার তার পাল্টা দিল ইন্ডিয়া জোট। শনিবার ইন্ডিয়া জোটের উদ্যোগে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং -এর সমর্থনে রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারে দৃপ্ত মিছিল এবং জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত। এদিন বেলা তিনটায় মহকুমা সদরের সিপিআইএম দলের দলীয় ভবন থেকে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকদের একটি মিছিল বের হয়ে মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে উত্তর বাজারের সমাবেশস্থলে এসে মিলিত হন। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া, শব্দকুমার জমাতিয়া, রাইমাভ্যালি প্রাক্তন বিধায়ক ললিতমোহন ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী রাজেংদ্র রিয়াং। সমাবেশে নরেন্দ্র মোদীর বিগত দশ বছরের শাসনকালের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। প্রধান বক্তার ভাষণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন দেশটা নেশার সাগরে ভাসছে। গোটা দেশে চলছে অরাজকতা। আরো পাঁচ বছর এই নরেন্দ মোদী সরকার থাকলে হয়তোবা আমাদের দেশটাকেই খুঁজে পাবেন না। মানিক সরকার আরো বলেন হাসপাতালে ঔষধ নেই, ডাক্তার নেই, কৃষকরা উপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। বেকারদের মিলছে না চাকুরী উল্টো চাকুরী হারিয়ে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে বহু যুবকদের।গত দশ বছরে দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষজন হতাশ। দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না নরেন্দ্র মোদী সরকার। সুতরাং ওই প্রতারক সরকারটাকে আর রাখা যাবে না বলেও বলেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার।

সংক্ষিপ্ত খবর

রাহুল বললেন, '১৫০ পেরবে না বিজেপি'

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ প্রথম পর্বের ভোট শেষ। আগের তুলনায় হিন্দি বলয়ে ভোটের হার বেশ কম। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তাতে খানিক আশঙ্কার চোরাস্রোত বইছে গেরুয়া শিবিরে। এতটাই যে, দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে আসরে নামতে হয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে মোদি আরও আক্রমণাত্মক। এতদিন প্রচারে আলাদা করে রাহুল গান্ধীকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী। শনিবার তিনি সরাসরি তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী-সহ গোটা গান্ধী পরিবারকে। শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেড়ের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে মোদি ঘোষণা করেছেন, প্রথম দফার যা তথ্য পেয়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, ভোট হয়েছে একতরফা এনডিএ'র পক্ষে। সোজা রাহুলকে নিশানা করে মোদির বক্তব্য, কংগ্রেসের শাহজাদা আগেরবার আমেঠি থেকে হেরেছে। এবার ওয়ান। থেকেও হারবে। ২৬ এপ্রিলের পর ওকে আবার নিরাপদ আসন খুঁজতে হবে। শুধু রাহুল নন, গোটা গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ করেছেন মোদি। সোনিয়াকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ইন্ডিয়া ব্লকের নেতারা আর লোকসভায় লড়াই করার সাহস দেখাতে পারছেন না। রাজ্যসভায় চলে যাচ্ছেন। অবস্থা এত খারাপ যে ওই পরিবার প্রথমবার কংগ্রেসকেও ভোট দিতে পারবে না। আসলে দিল্লির যে আসনে গান্ধী পরিবার ভোট দেয়, সেই আসনটি এবার জোটের স্বার্থে ছাড়া হয়েছে আম আদমি পার্টিকে। সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী নেই। তাই নিয়েই গান্ধীদের নিশানা করেছেন মোদি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সোনিয়া গান্ধী এবার লোকসভায় ল।ছেন না। তিনি গিয়েছেন রাজ্যসভায়। সেটা নিয়ে প্রাক্তন ইউপিএ চেয়ারপার্সনকেও নিশানা করেছেন মোদি। এদিকে কংগ্রেস সূত্র বলছে, ২৬ এপ্রিল কেরলের ভোটের পর রাহুল গান্ধী ফের আমেঠি থেকে প্রার্থী হতে পারেন। সেটা আঁচ করেই সম্ভবত মোদি আগে ভাগে রাহুলকে 'নিরাপদ' আসনের খোঁচা দিয়ে রাখলেন।

সন্দেশখালিতে সিবিআই 'জমিহাঙর'-র বিরুদ্ধে তথ্যের খোঁজে অ্যাকশন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ আবার সংেদশখালিতে সিবিআই। শনিবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দুটি দল শাহজাহানের এলাকায় পৌঁছয়। একটি দল যায় সন্দেশখালি থানায়। আরেকটি ন্যাজাটের সুন্দরীখালি এলাকায় যায়। জমিহারাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ওই এলাকায় সিবিআই আধিকারিকরা গিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। গায়ের জোরে জমি, ভেড়ি দখলের হাজারো অভিযোগ রয়েছে সন্দেশখালিতে। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দা মোহন্ত সর্দারও একই অভিযোগ করেন। দাবি, তাঁর জমিজমা জোর করে লুট করেছে শাহজাহান বাহিনী। শাহজাহানের ভাই আলমগিরের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে। 'জমিহাঙরদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই শনিবার সকালে তদন্তকারীরা সন্দেশখালিতে পৌঁছন বলেই খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জমি, ভেড়ি লুটপাট সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য সিবিআইয়ের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেই সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজে থানাতেও যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা।উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার আকুঞ্জপাড়ায় হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যাওয়ার কথা

ছিল তাঁদের। সেদিন শাহজাহানের খোঁজ মেলেনি। ডেরায় পৌঁছে শাহজাহানকে একাধিকবার ফোন করেন আধিকারিকরা। বেশ কিছুক্ষণ পর ফোন ধরেন শাহজাহান। তাঁর অনুগামীদের হামলার শিকার হন আধিকারিকরা। ঝরে রক্ত। এই ঘটনার পর সাম্রাজ্য ছেড়ে গা ঢাকা দেন সন্দেশখালির 'ত্রাস। শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে জমি, ভেড়ি লুটপাটের অভিযোগে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় মহিলারা। অবশেষে ৫৫ দিনের মাথা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। বর্তমানে ইডির উপর হামলার ঘটনা-সহ যাবতীয় মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। শনিবার জমিজমা লুটপাট সংক্রান্ত তথ্যের খোঁজেই সন্দেশখালিতে উপস্থিত হয় সিবিআই আধিকারিকরা।

কেরলেও রাম-বাম আঁতাঁত! বিজয়নকে নিশানা প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ বিজেপির উত্থানের পর থেকেই এ রাজ্যে রাম-বাম আঁতাঁতের অভিযোগে সরব তৃণমূল। শাসকদল বরাবর বলে আসছে, তৃণমূলকে হারাতে বামের ভোট যাচ্ছে রামে। এবার এই একই অভিযোগ উঠছে কেরলে। মজার কথা হল, এই অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। যারা কিনা কেরলের বাইরে গোটা দেশে বামেদেরই জোটসঙ্গী। রাহুল গান্ধী আগেই একাধিকবার আক্রমণ করেছেন। এবার কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে সরাসরি বিজেপির আঁতাঁতের অভিযোগ তুললেন তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। তাই বিজেপির সমালোচনা না করে বার বার রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন।' বিজয়নের উদ্দেশে প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন, সোনা পাচারকাণ্ডে নরেন্দ্র মোদি সরকারের এজেন্সিগুলি আপনার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপটা করেছে? এর আগে রাহুল গান্ধীও এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। শুক্রবার তিনি বলেন, দেশের দুই মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে জেলবংিদ। কিন্তু কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এমনটা ঘটল না কেন? আমি ২৪ ঘণ্টা বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছি, অন্যদিকে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ২৪ ঘণ্টা আমাকে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন। এটা সত্যিই বিস্ময়কর। লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন কেরলে। উনিশে এই কেরলে

২০ আসনের উনিশটিই জিতেছিল কংগ্রেস। তাই কেরল কৌশলগতভাবে কংগ্রেসের জন্য ভীষণ জরুরি। সার্বিকভাবে ভালো আসন পেতে হলে, কেরলে উনিশের ফলের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেই হবে। সেরাজ্যে হাতের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কাস্তে। তাই বিজয়নদের আক্রমণ করতে পিছপা হচ্ছেন না প্রিয়াঙ্কা গান্ধীরা। কিন্তু তাতে যে আসলে ক্ষতি হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটেরই, সেটা বোধ হয় বুঝতে পারছে না কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। দিল্লির যে আসনে গান্ধী পরিবার ভোট দেয়, সেই আসনটি এবার জোটের স্বার্থে ছাড়া হয়েছে আম আদমি পার্টিকে। সেখানে কংগ্রেসের প্রার্থী নেই। তাই নিয়েই গান্ধীদের নিশানা করেছেন মোদি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সোনিয়া গান্ধী এবার লোকসভায় ল।ছেন না। তিনি গিয়েছেন রাজ্যসভায়। সেটা নিয়ে প্রাক্তন ইউপিএ চেয়ারপার্সনকেও নিশানা করেছেন মোদি।

ভারত সফর পিছিয়ে দিলেন এলন মাস্ক, জানালেন টেসলার বাধ্যবাধকতার জন্য এই সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ ভারত সফর পিছিয়ে দিলেন মার্কিন ধনকুবের তথা টেসলা ও স্পেসেক্সের মালিক শিল্পপতি এলন মাস্ক। শনিবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দুর্ভাগ্যবশত, টেসলার বাধ্য বাধকতাগুলির জন্য ভারত সফর বিলম্বিত করা প্রয়োজন, কিন্তু আমি এই বছরের শেষের দিকে সফরের জন্য মুখিয়ে আছি।এপ্রিলের ২১-২২ তারিখ তাঁর ভারত সফরে আসার কথা ছিল। মার্কিন ধনকুবের তথা টেসলা ও স্পেসেক্সের মালিক শিল্পপতি এলন মাস্কের এই সফর ঘিরে ছিল বাণিজ্যমহলের নজর। তবে, ভারতে আসার ঠিক আগে এলন মাস্ক জানিয়েছেন, তিনি এখন আসছেন না। তবে বছরের শেষের দিকে তিনি ভারত সফর করবেন বলে জানিয়েছেন। শোনা যাচ্ছিল, ২২ এপ্রিল এলন মাস্ক ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে তা আপাতত হচ্ছে না।

নওদায় বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী, শুনতে হল গোব্যাক স্লোগান

বহরমপুর, ২০ এপ্রিলঃআবারও বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শনিবার তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুনতে হয় ' গো ব্যাক' স্লোগান। ঘটনাস্থল নওদা। কংগ্রেসের অভিযোগ, ভয় পেয়ে এই কাণ্ড করছে তৃণমূল।শনিবার নওদা বিধানসভার দমদমা শ্যামনগর থেকে পায়ে হেঁটে প্রচার শুরু করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেখানেই ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান ওরফে হাবিব মাস্টারের নেতৃত্বে অধীর চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে অভিযোগ। হাবিব মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খানের ভাগ্নে। অধীরের গাড়ি ঘিরে যখন বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল, পাল্টা স্লোগান তোলেন কংগ্রেসের কর্মীরা। উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো হিমশিম খায় পুলিশ।

হাপুরেও অগ্নিকাণ্ড

গাজিয়াবাদ, ২০ এপ্রিল ঃউত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি গুদামে। শনিবার ভোররাতে গাজিয়াবাদের খোদা এলাকায় অবস্থিত একটি গুদামে আগুন লাগে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। আগুন এতটাই ভয়াবহ রূপ নেয় যে নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের।দমকল অফিসার রাহুল পাল বলেছেন, আমরা শনিবার ভোরে খবর পাই, খোদা কলোনির একটি গুদামঘরে আগুন লেগেছে। তাৎক্ষণিকভাবে বৈশালী ফায়ার স্টেশন থেকে তিনটি ফায়ার ব্রিগেড, সাহিবাদ স্টেশন থেকে দু'টি এবং কোতোয়ালি স্টেশন থেকে তিনটি দমকল টিম ঘটনাস্থলে যায়। নযড়া সেক্টর ৫৮ স্টেশন থেকেও একটি ফায়ার ব্রিগেড টিমকে আগুন নেভানোর জন্য ডাকা হয়েছিল। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে।এদিকে, শনিবারই ভয়াবহ আগুন লাগে উত্তর প্রদেশের হাপুরের একটি পোশাকের শোরুমে। ওই শোরুমের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। দমকল কর্মীরা পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। উভয় অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর পরিমানে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জার্মানির কোচ থাকছেন নাগলসমান

বার্লিন, ২০ এপ্রিল ঃআগামী জুন-জুলাইয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরের মাঠে খেলবে জার্মানি। গুঞ্জন চলছিল ইউরো শেষেই জার্মানির প্রধান কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন ইউলিয়ান নাগলসমান। তিনি ফিরে যাবেন তার প্রাক্তন ঠিকানা বায়ার্ন মিউনিখে। কিন্তু তা হচ্ছে না। জার্মানি জাতীয় দলেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাগলসমান। এ নিয়ে জার্মান ফুটবল ফেডারেশনের (ডিএফবি) সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে তার।গত বছরের সেপ্টেম্বরে হানসি ফ্লিককে সরিয়ে ডিএফবি নাগলসমানকে দায়িত্ব দিয়েছিল ২০২৪ ইউরো পর্যন্ত। তাঁর অধীনে এখন পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে জার্মানি। জিতেছে ৩টি, হেরেছে ২টি

কংগ্রেস সর্বদাই দরিদ্র, দলিত ও কৃষকদের উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নান্দেদ, ২০ এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার মহারাষ্ট্রের নান্দেদে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস সর্বদাই দরিদ্র, দলিত, বঞ্চিত, শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এনডিএ সরকার দরিদ্রদের জন্য কোনও কাজ করলে কংগ্রেস তা নিয়ে মজা করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে মহারাষ্ট্র এবং বিশেষ করে বিদর্ভ ও মারাঠওয়াড়ার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে কাজ করেছে। কংগ্রেসের মনোভাবের কারণেই এখানকার কৃষকরা দরিদ্র হয়ে গেলেন, শিল্প-কারখানার সম্ভাবনা হারিয়ে যেতে লাগল, লক্ষ লক্ষ যুবককে অন্যত্র চলে যেতে হল। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের সরকারই দেশভাগের পীড়িতদের জন্য সিএএ এনেছে। সিএএ না থাকলে আমাদের শিখ ভাই ও বোনদের কী হতো? তাঁদের অপরাধই বা কি? কিন্তু কংগ্রেস এরও বিরোধিতা করছে। মনে হচ্ছে কংগ্রেস এখনও শিখদের কাছ থেকে ১৯৮৪ সালের প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, তা প্রদানও করি। মোদীর গ্যারান্টি মানে গ্যারান্টি পূরণের নিশ্চয়তা। মোদী কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং তা হয়েছে। মোদী 'তিন তালাক' বন্ধ করার গ্যারান্টি দিয়েছিল, এবং তাও হয়েছে। মোদী ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও মজবুত করার নিশ্চয়তা দিয়েছিল, এবং তাও হচ্ছে। এখন মোদী গ্যারান্টি দিচ্ছে, ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে...এবং তা হবেই।অন্যদিকে দরিদ্রদের কল্যাণই বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে ''বিজয় সঙ্কল্প শঙ্খনাদ'' সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, অনেক দশকের পর দেশ একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী বিজেপি সরকার দেখেছে। আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হল দরিদ্রদের কল্যাণ। স্বাধীনতার পর, কংগ্রেস সরকার কয়েক দশক ধরে দরিদ্রদের চাহিদা উপেক্ষা করেছিল। কংগ্রেস কখনও গরিবের কথা চিন্তা করেনি, তাঁদের সমস্যা বোঝেনি। কংগ্রেস পরিবারের ধনী ব্যক্তিরা কখনই মুদ্রাস্ফীতির অর্থ বোঝেননি।বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত গরিবের সব দুশ্চিন্তা দূর করব, ততক্ষণ আমি বিশ্রাম নেব না। আমাদের সরকার দরিদ্রদের জন্য একের পর এক প্রকল্প এনেছে এবং তাঁদের অধিকার দিয়েছে। সরকারের এ সব প্রচেষ্টার ফলেই দেশের ২৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মোদী ১১ হাজারেরও বেশি জন ঔষধি কেন্দ্র খুলেছে। ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্টে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে গরিবদের ২০ হাজার কোটি টাকা সাশয়.হয়েছে। সেই কারণেই এখন দেশের গরিবরা বলছেন, মোদী সরকারের উচিত ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বাড়ানো।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিশ্বে কোভিডের মহাসঙ্কট ছিল, সবাই বলত ভারত কীভাবে বাঁচবে? ধনী কংগ্রেসের শাসনকালে দেশে ভ্যাকসিন আসতে কয়েক দশক লেগে যেত। মোদী বলেছে আমি আমার দেশের প্রতিটি গরীবের পাশে আছি। আমিও গরিবদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেব...আমিও গরিবদের বিনামূল্যে রেশন দেব। এমন এক সময়ে.যখন করোনার ভ্যাকসিনের জন্য অন্যান্য দেশে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছিল, মোদী আপনাদের বিনামূল্যে টিকা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হতো। কংগ্রেস সরকারের আমলে দিল্লি থেকে এক টাকা বের হত, আর গ্রামে পৌঁছত মাত্র ১৫ পয়সা। বাকি ৮০ পয়সা কংগ্রেস নিজেই লুট করেছে। কংগ্রেসের এই লুটপাটের ব্যবস্থা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বিজেপি সরকার নিজস্ব ১০ বছরে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৩৪ লক্ষ কোটি টাকা পাঠিয়েছে।অন্যদিকে আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া বিধিনিষেধ মেনে চলেছেন কিনা, তা নিশ্চিত করতে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ফ্লাইং স্কোয়াড টিম, স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম এবং ভিডিও সার্ভেইল্যান্স টিম নিযুক্ত করেছেন।এই টিমগুলোকে দুটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। হাফলং, হারাঙ্গাজাও, মাহুর, মাইবাং এবং লাংটিং নিয়ে একটি জোন এবং যেখানে জোন দুটি পুলিশ স্টেশনগুলির উমরাংসো, দিযুংমুখ এবং দিহাঙ্গি নিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় জোন। তিনটি করে দল প্রতিদিনের ভিত্তিতে ওই সব অঞ্চলে আদর্শ নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করছে। পুলিশ কর্মকর্তা ও ভিডিওগ্রাফারদের সমন্বয়ে গঠিত ফ্লাইং স্কোয়াড দলগুলোর নেতৃত্বে রয়েছেন একজন কার্যনির্বাহী দণ্ডাধীশ। অবৈধ নগদ টাকার লেনদেন, মদ বিতরণ, ভোটারদের প্রলোভিত করা যায়, এমন সন্দেহযুক্ত অন্য কোনও সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সে সব বিষয়ে নজরদারি রাখছে ওই টিমগুলি।এসএসটি দলগুলি তাদের এলাকায় নগদ টাকা, অবৈধ মদ, যে কোনও সন্দেহজনক সামগ্রী বা অস্ত্র বহনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। তাছাড়া স্ট্যাটিক নজরদারি দলের অবস্থানগুলি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা হচ্ছে যে কোনও গতিবিধির উপর নজরদারি রাখার জন্য। ভিডিও সার্ভেইল্যান্স দলগুলিকে রাজনৈতিক দলগুলির সমাবেশ ও জনসভা এবং রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় সংক্রান্ত ভিডিওগ্রাফির দাযিত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় আদর্শ নির্বাচন আচরনবিধি লঙ্ঘন হওয়ার খবর নেই। অন্যদিকে ক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে ।

সিলেবাসের পর এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরনও বদলে যাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিলেবাসের পর এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নের ধরনও বদলে যাচ্ছে। মূলত প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার সঙ্গে পড়ুয়াদের দক্ষ করে তুলতেই প্রশ্নের ধরনে এই বদল বলে সংসদ সূত্রের খবর।ন্ডকোন ধরনের প্রশ্নের জন্য কত নম্বর বরাদ্দ থাকবে, বৃহস্পতিবার সেই তালিকা প্রকাশ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সংসদের প্রকাশিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, এবার উচ্চ মাধ্যমিকে মোট প্রশ্নের ৫০ শতাংশ প্রশ্ন হবে সহজ, ৩০ শতাংশ প্রশ্ন থাকবে বুদ্ধিদীপ্ত এবং বাকি ২০ শতাংশ প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কঠিন হবে। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মতো এবার উচ্চ মাধ্যমিকেও 'চয়েস' এর পাশাপাশি ছক মেলানো, নকশা পূরণের মতো নতুন ধরনের প্রশ্ন থাকবে।ন্ডপ্রসঙ্গত,২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর কথা আগেই জানিয়েছিল সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম সেমেস্টার হবে ওএমআর শিটে। আর সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ার কারণে আর হবে না টেস্ট পরীক্ষা।পরিবর্তে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা তিনটি ভাগে নেওয়া হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টার হবে ৩৫ নম্বর করে। বাকি ৩০ নম্বরের পরীক্ষা হবে প্র্যাকটিক্যাল। ন্ডউচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, সিলেবাসের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। তবে সব বিষয়ের সিলেবাস একই রকম হারে পালটাচ্ছে এমনটা নয়। সংসদের তরফে জানান হয়েছে, কোনও বিষয়ের সিলেবাস ৮০ শতাংশ বদলাচ্ছে, আবার কোনওটার সামান্যই বদল হচ্ছে। ৬২টির মধ্যে মোট ৪৯টি বিষয়ের সিলেবাস বদল করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাসে শেষ পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই দশ বছরের মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরের পড়াশোনার ধরনে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। তাই সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে বদল করা হচ্ছে সিলেবাস। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক কিছু বিষয়ে যা বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, যোগ করা হয়েছে সিলেবাসে। পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে, সেটাও মাথায় রাখা হয়েছে। এবার সেই ধাঁচে প্রশ্নের ধরনও বদলে যাচ্ছে।

বাড়িতে অস্ত্র মজুত, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ!নিশীথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ,কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃভোট শুরুর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতেই উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহার। দিনহাটায় দুই তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছিলেন। পাশাপাশি তুফানগঞ্জেও বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে তৃণমূল। তাঁর বাড়িতে অস্ত্র রাখা এবং দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দেওয়ার মতো অভিযোগ করা হয়েছে।যে চিঠি কমিশনকে দেওয়া হয়েছে তাতে তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় কোচবিহারে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন নিশীথ। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের ফলাফল তাঁর এবং বিজেপির পক্ষে নিয়ে যেতে সব রকম চেষ্টা করছেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী যে হেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আওতায় পড়ে এবং নিশীথ প্রতিমন্ত্রী, তাই তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিজের সুবিধা মতো মোতায়েন করতে চাইছেন। এর আগে যাঁরা স্ট্রংরুম (যেখানে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সংরক্ষিত রয়েছে)-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের সরিয়ে সম্প্রতি নতুন নির্দেশ জারি করে সিআরপিএফ জওয়ানদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এর ফলে, স্ট্রংরুমে কারও যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন নিশীথ। যার ফলে অন্য দলের প্রার্থীদের তুলনায় তাঁর সুবিধাই হবে।চিঠিতে তৃণমূল আরও অভিযোগ করেছে, সম্প্রতি তাদের নজরে এসেছে নিশীথ তাঁর

'অন্যান্য রাজ্যের লোকাল বাসেও পাখা থাকে',পরিবহণ দফতরকে ভূমিকায় বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা, বাবুঘাট এলাকায় একাধিক বাস চলাচল করছে কোনওরকম রুটের অনুমতি ছাড়া। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র শোকজ ও ফাইন করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে । যার জেরে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মন্তব্য, শুধু শোকজ করলে হবে না। এদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজন বাতিল করতে হবে লাইসেন্স।প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন, বাসে জিপিএস লাগানোর ব্যাপারে পরিবহন দফতর কী বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল তা আদালতকে জানাতে হবে। এরই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, অন্যান্য রাজ্যের লোকাল বাসে পর্যন্ত ফ্যান লাগানো থাকে । আমার রাজ্যে আসুন দেখবেন কী রকম বাস সার্ভিস।বাসের সিট অনেক উন্নত। এইভাবে বেআইনিভাবে বাস চললে তো যেকেউ যেকোনো রাস্তায় দশ-বিশজন করে যাত্রী নিয়ে চলতে থাকবে । অভিযোগ বাবুঘাট বা ধর্মতলায় ঢোকার অনুমতি না থাকলেও বিভিন্ন বাস এই রাস্তায় ঢুকছে। সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছেমতো বাস চালাচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য পরিবহন দফতরের সচিব ও ডেপুটি কমিশনার ট্রাফিককে নিয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তারা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে ৭৪ জনকে শোকজ করা হয়েছে। শোকজের পর তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে রিপোর্টে উল্লেখ নেই কেন ? প্রশ্ন করেন খোদ প্রধান বিচারপতি। এর পরই তিনি নির্দেশ দিয়ে জানান, এই সমস্ত বাসকে একবার ফাইন করার পরও তারা বাস চালাচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের পরিবহন দফতরকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এদের মধ্যে কাদের কাদের ইন্টার স্টেট অনুমোদন রয়েছে।পরিবহন দফতরের কাছে বিস্তারিত তথ্যও তলব হাইকোর্টের। কারণ অনেক বাস ধর্মতলা বাবুঘাট থেকে ভিন রাজ্যে যায়। আবেদনকারীর আবেদন ছিল, কত বাস বেআইনিভাবে চলছে তা চিহ্নিত করা হোক। বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হোক আদালতে। রাজ্যের আইনজীবী অমল সেনের বক্তব্য, বেআইনি বাস মালিকদের শোকজ করা হচ্ছে। এই রকম মোট ৭৪ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা, হাত ছেড়েই বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রিয়াঙ্কা ঘনিষ্ঠ তাজিন্দর

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের আবহে কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তাজিন্দর সিং বিট্টু। হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিট্টু, তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। শনিবার আচমকাই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার দিনই বিজেপিতে যোগদান করেছেন বিট্টু। শনিবার সকালে দিল্লিতে বিজেপি কার্যালয়েও তাঁকে দেখা যায়, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল। এরপরই দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়রে উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগদান করেন তিনি। বিজেপিতে যোগদানের পর তাজিন্দর সিং বিট্টু বলেছেন, আমি প্রায় ৩৫ বছর ধরে কংগ্রেস দলে কাটিয়েছি এবং এখন আমি অনুভব করছি কংগ্রেস পার্টি মূল বিষয়গুলি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আমি কারও বিরুদ্ধে কথা বলতে চাই না। পঞ্জাবের উন্নতির জন্য, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।

ওডিশায় নৌকাডুবিঃশোকপ্রকাশ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর, যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ

রায়পুর, ২০ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই ওডিশার ঝাড়সাগুড়ার মহানদী নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায.শোক প্রকাশ করেছেন। এই দুর্ঘটনায় নৌকাডুবে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাযগড় জেলা প্রশাসনকে ঝাড়সুগুড়া প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।শুক্রবার গভীর রাতে সাই বলেন, ওডিশার ঝাড়সুগুড়া জেলার শারদা গ্রামের কাছে পাথর সেনি মন্দিরে অবস্থিত মহানদীতে নৌকাডুবির কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে স্বস্তিদায়ক বিষয় এটাই যে এই দুর্ঘটনায় ৪৫ জন নৌকাযাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও একজন যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

জেলের মধ্যে তুমুল ঝামেলায় চলল গুলি, পঞ্জাবের সাঙ্গরুরে দুই কয়েদির মৃত্যু

সাঙ্গরুর, ২০ এপ্রিল ঃজেলের মধ্যে তুমুল ঝামেলার জেরে চলল গুলি! এর ফলে মৃত্যু হয়েছে দু'জন কয়েদির এবং জখম হয়েছেন আরও দু'জন। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের সাঙ্গরুর জেলে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জেলের আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে জেলের মধ্যে আচমকা ঝামেলা লেগে যায় কয়েদিদের মধ্যে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে গুলি চালানোর মতো ঘটানো ঘটে জেলের মধ্যে।এর ফলে দু-জনের মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি আর দু-জন কয়েদি গুরুতর জখমও হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাটিয়ালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাসপাতালের এক চিকিৎসক ডাঃ করণদীপ কাহেল বলেন, মোট চারজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু-জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আর বাকি দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা, এবার হাত ছাড়লেন প্রিয়াঙ্কা ঘনিষ্ঠ তাজিন্দর সিং বিট্টু

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃলোকসভা ভোটের আবহে কংগ্রেস শিবিরে ফের ধাক্কা। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তাজিন্দর সিং বিট্টু। হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বিট্টু, তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত।শনিবার আচমকাই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে, বিট্টু এবার বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন। শনিবার বিজেপি কার্যালয়েও তাঁকে দেখা গিয়েছে, সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জয়বীর শেরগিল।

ভোটে জিতলেই বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প, আরও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি রাহুলের

ভাগলপুর, ২০ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ফের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, ভোটে জিতলেই বাতিল হবে অগ্নিপথ প্রকল্প, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতনও দ্বিগুণ করা হবে। রাহুল এদিন বিহারের ভাগলপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভায় তিনি বলেছেন, ইন্ডি জোটের সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অগ্নিবীর প্রকল্প বাতিল করব। ভারতে দুই ধরনের শহীদের দরকার নেই। প্রত্যেকের পেনশন পাওয়া উচিত, আমরা জিএসটি পরিবর্তন করব। একটাই ট্যাক্স থাকবে, ন্যূনতম ট্যাক্স। আমরা আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ করব।রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, বিজেপির লোকজন বলছে, তাঁরা এতগুলি অথবা অনেকগুলি আসন পাবে, আমাকে এটি পরিষ্কার করতে দিন, তাঁরা (বিজেপি) ১৫০-এর বেশি আসন পাবে না। এমনকি ১৫০-এর বেশি একটি আসনও নয়।

বিজেপিতে যোগ দিলেন তিনবারের কংগ্রেস বিধায়ক হরি বল্লভ শুক্লা

ভোপাল, ২০ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে বড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস। এখানকারের তিনবারের বিধাযক হরি বল্লভ শুক্লা শনিবার ভোপালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সামনেই বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন শুক্লা। ওঁনার ছেলে জেলা কংগ্রেস সহ-সভাপতি অলোক শুক্লাও কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন।কংগ্রেস দলের অনেকের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে বিজেপির নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, কংগ্রেস দলের ভাঙার সময় এসে গিয়েছে। তিনি শুক্রবার সাংবাদিকদের আরও বলেন, কংগ্রেস এখন হেরিটেজ ভবনে পরিণত হয়েছে যেখানে কেউ থাকতে চায় না। কংগ্রেসের অবস্থা এখন এমন হয়েছে যে এই দল কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।এখনও পর্যন্ত ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং দলের নেতারা হরিবল্লভ শুক্লা এবং তাঁর ছেলে অলোক শুক্লাকে দলীয় উত্তরীয় পড়িয়ে বিজেপি দলে স্বাগত জানান।

৩ বছর বয়স থেকে মেয়েদের সতর্ক করার আরজি তথাগতর

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস কাউন্সিলরের কন্যা নেহাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনার রেশ মেটেনি। শনিবার বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। লিখেছেন ৩ বছর বয়স থেকে মেয়েদের সতর্ক করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা।বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য শাখার অন্যতম আধিকারিক সায়ন চক্রবর্তী কাঁচের গাড়িতে নেহার মরদেহ ঘিরে কান্নায় ভেঙে পড়া স্বজনদের ছবি-সহ এদিন লিখেছেন, তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মোঃ ফায়াজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১এপ্রিল ঃ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৮ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৮ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ১১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবেঃ ৬ টা ১১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে মজা করুন।
বৃষভ রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
কর্কট রাশিঃস্বাস্থের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে
সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।
মীন রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বাচ্চাদের নিজেদের প।।শোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না।

নির্বাচনী প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন সিপি, ডিএম-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ এপ্রিলঃ শনিবার দুপুরে বেলুড়ের লালবাবা কলেজে নির্বাচনী প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন হাওড়ার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। আগামী ২০মে হাওড়ায় লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেবেন হাওড়া সদরের ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ১৫ লক্ষাধিক ভোটার। সুষ্ঠুভাবে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য

হাওড়া

সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রের স্পর্শকাতর বুথগুলি পরিদর্শন করছেন কমিশনের আধিকারিকরা। শনিবার দুপুর ১টা নাগাদ হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া ও পুলিশ কমিশনার প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী বেলুড়ের লালবাবা কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এদিন জেলাশাসক বলেন, সবকটি বিধানসভা কেন্দ্রের বুথগুলির পরিকাঠামো আমরা পরিদর্শন করছি। সেখানে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা এসব দেখা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি বিধানসভা এলাকার প্রতিটি বুথ পরিদর্শন করছি। যতগুলো বুথ করা হবে সেই বুথগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে কোন কোন জায়গা স্পর্শকাতর এলাকা। এখন প্রথমে পরিকাঠামোর বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এদিন আমরা প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র ঘুরে দেখছি। পুলিশ কমিশনার প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী বলেন, আজ আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি করেছি। আজ জগাছায় যাওয়া হয়েছিল। অনেক বেশি বুথ আছে এমন ভোটকেন্দ্রগুলিও ঘুরে দেখা হচ্ছে। সেখানে ভোটারদের সুযোগ সুবিধা ও ঠিকঠাক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে জগাছা থানার কিছু কিছু জায়গায় এরিয়া ডমিনেশন করেছি। যেখানে বুথের সংখ্যা বেশি সেইসব জায়গায় যৌথভাবে পরিদর্শন করা হচ্ছে যাতে ভোটের দিন মানুষের কোনও সমস্যা না হয়।

রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ প্রথম দফার নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় ও তৃতীয় দফায় রাজ্যে আরও বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম দফার ভোটে ২৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফার ভোটে থাকবে ২৯৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃতীয় দফার ভোটে আরো বেশি ৪০২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ৭ মে জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে।

সওকাত মোল্লার নামে পোস্টার পড়লো এবার ভাঙড়ে

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২০ এপ্রিলঃ ভোটের আগে আবার জমে উঠেছে ভাঙড়। লোকসভা ভোটের আগে প্রখর তাপদাহকে উপেক্ষা করে ভোট প্রচারে সব রাজনৈতিক দল গুলি। শনিবার সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন ভাঙড় বিধানসভার পোলেরহাট থানার শ্যামনগর এলাকায় তৃনমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক ও ভাঙড়ের তৃনমূল অবজারভার সওকাত মোল্লার নামে পোস্টার পড়ে। আর এই পোস্টারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।কারা এই ধরনের পোস্টার এলাকায় লাগিয়েছে তার নাম নেই। এই পোস্টারে রয়েছে সুগত বসু, কবীর সুমন,মিমি চক্রবর্তী এম পি হয়ে কি করেছে শওকাত মোল্লা সায়নী ঘোষ জবাব দাও। ক্যানিং ও জীবনতলা থেকে লোক এনে ভাঙড়ের সন্ত্রাস করে খুন করলো সেই খুনের দায়ে

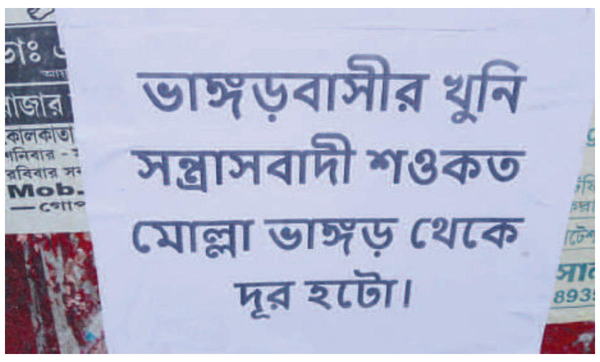

আরাবুল জেলে। শওকাত মোল্লা বাইরে কেন, প্রশাসন জবাব দাও।মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা স্বীকৃত বোমা গুলির মাস্টার মাইন্ড শওকাত মোল্লার এই ভাঙড়ে ঠাই নাই। উল্লেখ্য ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক আই এস এফ এর চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি। ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম জেলে। পুরো দায়িত্ব সওকাত, কাইজারদের হাতে। আরাবুলকে জেল থেকে মুক্তির দাবিতে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে আরাবুল ঘনিষ্ঠ তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। আর তার পরে এই পোস্টার এলাকায় পড়ায় অনেক কিছুই গুঞ্জন এলাকায় ঘুরছে। তবে সওকাত পন্থী তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীদের দাবি তাদের নেতাকে বদনাম করার জন্য এগুলো করা হয়েছে। তবে পুলিশ সমস্ত কিছুর ওপর নজর রেখেছে বলে জানা গেল।

হাসপাতালে হিট স্ট্রোক, পৃথক ওয়ার্ড খোলার নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ প্রবল তাপপ্রবাহের কারণে কয়েকজনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে সাধারণের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে হিট স্ট্রোক এর চিকিৎসায় একটি করে পৃথক ওয়ার্ড খোলার নির্দেশ দিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রতিটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাসপাতাল সুপারদের পাঠানো নির্দেশিকায় এই ওয়ার্ডে একটি ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও হাই স্পিড পাখা সহ ন্যূনতম দুটি বেড সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসার অন্যান্য সরঞ্জাম মজুত রাখতে হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি হিট স্ট্রোক এ আক্রান্ত রোগীদের জন্যে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতেও বলা হয়েছে।

ভোটের প্রচারে ঘোরাদলে মথুরাপুরের এস ইউ সি আই প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ এপ্রিলঃ বৈশাখের প্রখর তাপদহকে উপেক্ষা করে চলছে ভোটের প্রচার। আজ ঘোড়াদল বাজারে জন সংযোগে অংশ নিলেন মথুরাপুর কেন্দ্রের এস ইউ সি আই প্রার্থী বিশ্বনাথ সরদার। তিনি এদিন বলেন, দীর্ঘদিন কৌতলা অঞ্চলের বামুনেরচক গ্রাম থেকে ঢোলার মাদার পাড়া পোল ভায়া ঘোড়াদল বাজার পর্যন্ত বেহাল ও অবহেলিত রাস্তা সংস্কার শাসক দল কথা দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে, এই দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন আমাদের দল আন্দোলন করে চলেছে। এলাকার প্রাথমিক স্কুল, হাইস্কুল এস এস কে বিদ্যালয় গুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার। গরম কালে পানীয় জলের সংকট তীব্র দেখা দিয়েছে। মথুরাপুর ব্লক হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

গুলির উন্নয়ণ অবহেলিত। নদী জঙ্গল ও সমুদ্রে ঘেরা মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের খেটে খাওয়া কৃষি ও শ্রমজীবী জনগণ। এলাকার কোন কাজ না পেয়ে ঘরে ঘরে বেকার যুবকরা ঘর ছেড়ে ভিন রাজ্য এমনকি বিদেশে কাজের সন্ধানে পরিযায়ীদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘোড়াদল বাজারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিশ্বনাথ সরদার এই সমস্যাগুলো সমাধানের দাবিতে পার্লামেন্টের ভিতরে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান।

বিকল্প রুটে লঞ্চ চালানোর ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ এপ্রিলঃ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়ে যাওয়ায় আয় বৃদ্ধি করতে এবার বিকল্প রুটে লঞ্চ চালানোর ভাবনা করছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতি। সমিতির চেয়ারম্যান রাইচরণ মান্না জানিয়েছেন, হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়ে যাওয়ায় ফেরি সার্ভিসে যাত্রী অনেকটাই কমেছে। তাই বিকল্প রুট হিসেবে হাওড়া থেকে কাশিপুর পর্যন্ত লঞ্চ চালানো শুরু হবে। চলবে পণ্য পরিবাহী লঞ্চও। এজন্য ১৯টি লঞ্চ সংস্কার করে নতুন করে চালানো শুরু হবে। গত মার্চেই হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমিতির নতুন বোর্ড গঠন হয়েছে। তারপরই ফেরি সার্ভিসকে আরও আর্কর্ষণীয় করার একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেনারেল ম্যানেজার ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদহ উত্তর ও মেইন লাইন সেকশন পরিদর্শন

কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ আজ, পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সুমিত সরকার এবং শ্রী ভুবনেশ কুমার আগরওয়াল, প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন, শিয়ালদহ স্টেশনে চলমান প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ প্রকল্পের অগ্রগতির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পটির লক্ষ্য হল প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ৫ পর্যন্ত আপগ্রেড করা যাতে ১২-কোচ ট্রেনগুলিকে মিটমাট করা যায়, যা ভারতের ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে একটিতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য শিয়ালদহ উত্তর ও মেন লাইন সেকশনের সমস্ত লোকালকে ১২টি কোচ ট্রেনে রূপান্তর করা। পরিদর্শনের সময়, শ্রী দীপক নিগম, বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক, এবং শিয়ালদহ বিভাগের অন্যান্য শাখা কর্মকর্তারা সিভিল, বৈদ্যুতিক, সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং টিআরডি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আপডেট প্রদান করেন। দলটি চলমান নির্মাণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে এবং আসন্ন কাজের সময়রেখা নির্ধারণ করে। মহাব্যবস্থাপক এখন পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং বিভাগীয় দলকে বিশেষ করে যাত্রী প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি কমিউটার সার্ভিসে ন্যূনতম ব্যাঘাত নিশ্চিত করতে সময়মতো শেষ করার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। প্রকল্পের মূল হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম ১ থেকে ৫ এর বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ২১০ মিটার থেকে ২৭০ মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা, যা ১২-কোচ ট্রেনের থাকার ব্যবস্থা করে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম কনকোর্স এলাকার দিকে ১০ মিটার এবং নারকেলডাঙ্গা রক্ষণাবেক্ষণ ইয়ার্ডের দিকে ৬০ মিটার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে যাবে।

২০২৪ সালের মে মাসের শেষের দিকে লক্ষ্যমাত্রা সম্পন্ন হওয়ার তারিখ সহ প্রকল্পটি সময়সূচী অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে।ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, শিয়ালদহ স্টেশন প্ল্যাটফর্ম এক্সটেনশন প্রকল্পের পরিদর্শনের সময় প্রত্যক্ষ করা অগ্রগতিতে তার অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। চলমান কাজের বিষয়ে তার ইতিবাচক মূল্যায়ন এই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত আপগ্রেড বাস্তবায়নে বিভাগীয় দলের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। টাইমলাইন মেটানোর এবং কমিউটার পরিষেবাগুলিতে ন্যূনতম ব্যাঘাত নিশ্চিত করার উপর স্পষ্ট ফোকাস সহ, জেনারেল ম্যানেজারের অনুমোদন যাত্রীদের জন্য নিরাপদ, দক্ষ, এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

রাস্তার দাবী জানিয়ে মিলেছে শুধুই প্রতিশ্রুতি

অভিমানে ভোট বয়কট করলেন সিমনার বাচইবাড়ির জনগণ

মোহনপুর, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচন আসে নির্বাচন যায় কিন্তু সাধারণ জনগণের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ এডিসি প্রশাসন। এই ব্যর্থতার কারণে দীর্ঘদিন যাবত সমস্যার সম্মুখীন এলাকাবাসী। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ভোটকেই বয়কট করে বসলেন রাস্তার দাবীতে। জানা গিয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১ নং সিমনা বিধানসভার বাচইবাড়ি এলাকার জনগণ রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করলেন। বাম আমলে রাস্তা করবেন বলে আর করা হয়নি, একই অবস্থা রাম আমলেও। তাই সাধারণ ভোটাররা রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কট করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন বৃষ্টির দিনে কেউ অসুস্থ হলে মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। বৃষ্টির জল না নামা পর্যন্ত যাওয়া যায় না হাসপাতালে। পাশপাশি জরুরি অবস্থায় পড়তে হয় সমস্যায়। স্থানীয় জনগণ ভোট বয়কট করার বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তুলে ধরলেন কি ভাবে দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর যাবত রাস্তার দাবী করে আসছেন তারা।

দুর্ঘটনার কবলে মা ও শিশু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ এপ্রিলঃ দুর্ঘটনার কবলে মা ও শিশু। শনিবার দুপুরে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের হ্যাংস্যাং ক্রসিংয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। লরির পিছনে ধাক্কা মারে একটি চার চাকা গাড়ি। এরপর গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। আহত শিশু ও তার মা-কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক যানজট হয় কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে।

ভদ্রেশ্বরে জলসত্র

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর, ২০ এপ্রিলঃ এই প্রচন্ড চাঁদি ফাটা রোদের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে পথচলা মানুষ অফিস যাত্রীরা, টোটো ওয়ালা বা রিক্সাওয়ালা । এই অসহ্য গরমের হাত থেকে বাঁচতে তৃষ্ণা মেটাতে কেউ অনেক বেশি দাম দিয়ে ডাবের জল, শরবত, ঘোল বা পানীয় জল কিনে যাচ্ছেন। তাই ভদ্রেশ্বরের শ্রীগুরু সংঘ শাখার উদ্যোগে স্টেশন রিক্সা স্ট্যান্ডে জলসত্র ব্যবস্থা করল। এই অসহ্য গরমে অনেকের বুকের সাথে শুকিয়ে যাচ্ছিল তাই শ্রী গুরু সংঘ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানুষের সেবামূলক কাজের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির করে ঠান্ডা পানীয় জল বিলি করছেন। সকাল থেকে মানুষদের পানীয় জলের সঙ্গে বাতাসা ও মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই সমাজসেবামূলক সংগঠনের তত্বাবধানে রয়েছেন প্রধান মোহিতোষ দাস , সংস্থার পরিচালক সুকুমার দাস, সদস্য কানু লাল বিশ্বাস, প্রতিনিধি সমীর দাস ,সংগঠনের প্রধান নেত্রী অঞ্জলি দাস। তাদের কেন্দ্রীয় আশ্রম কলকাতা নাকতলায় অবস্থিত। সংস্থার তরফ থেকে সুকুমার দাস বলেন দুস্থ ছেলে মেয়েদের পঠন-পাটনের জন্য বইখাতা, কাগজ, পেনা, পেন্সিল দিয়ে সহায়তা করি। এছাড়া জানুয়ারিতে বার্ষিক উৎসবে চন্দননগর হাসপাতালে রোগীদের ফলমূল বিতরণ করা হয়। দুর্গা পুজোতে গরিবদের বস্ত্র দান করা হয়। আর এই কৃতিত্বের জন্য সাধারণ মানুষরা সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আট থেকে আশি সবাই।

বাংলাদেশ জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ, সোমবার থেকে স্কুলগুলিতে ছুটি

ঢাকা, ২০ এপ্রিল ঃ দাবদাহের কারণে স্কুল বন্ধ রাখার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের দেখানো পথেই হাঁটল বাংলাদেশ। এই তাপপ্রবাহ এবং দাবদাহের কারণে স্কুল এবং কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকারও। রমজান, ইদ-উল ফিতরসহ বেশ কয়েকটি ছুটির সমন্বয়ে টানা ২৬ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। রবিবার থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার কথা ছিল। কিন্তু দেশের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে চলেছে। তাপপ্রবাহের কারণে শুক্রবার, দেশজুড়ে তিন দিনের জন্য সতর্কবার্তা বা হিট অ্যালার্টও জারি করে আবহাওয়া দফতর।এই অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ানোর দাবি করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফে। সেই দাবি মেনেই স্কুল এবং কলেজে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং শিক্ষা দফতর। শনিবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী। তিনি জানান, তাপপ্রবাহের কারণে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সব স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ এপ্রিল স্কুল-কলেজ খুলবে।প্রসঙ্গত, তাপপ্রবাহ এবং গরমের কারণে আগামী সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে গরমের ছুটি।

বৈঠকে বসতে চলেছে আই এন ডি আই এ জোট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ চলতি লোকসভা নির্বাচনের আবহে বিজেপি বিরোধী আই এন ডি আই এ জোট আরও এক দফায় বৈঠকে বসতে চলেছে। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার উদ্যোগে আগামী রবিবার রাঁচিতে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে তৃনমূল কংগ্রেস সহ সব বিরোধী দলের নেতাদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রচারে ব্যাস্ত থাকায় তৃনমূল কংগ্রেসের তরফে বিধায়ক বিবেক গুপ্তা প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে দলের তরফে জানা গিয়েছে।

নববর্ষে ‘কথায় গানে’ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হলো

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ এপ্রিলঃ সম্প্রতি মধ্য কলকাতার বিপ্লবী নলিনী গুহ সভামঞ্চে ‘পরিত্যক্ত পৃথিবী’ সাহিত্য শীর্ষক পত্রিকাটির মোড়ক উন্মোচিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। এই সাহিত্য পত্রিকার কর্ণধার তথা সম্পাদিকা বিউটি দাস। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মান জানানো হয় গিনেস বুকের রেকর্ডধারী লেখক পৃথ্বীরাজ সেন, ১৯৭১ এর বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা কবি শক্তিময় দাস কবি বরুণ চক্রবর্তী, এছাড়া ত্রিপুরা থেকে আগত কবি মৃণাল কান্তি পন্ডিত। কমিটির সহ-সভাপতি ত্রিলোচন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত

পরিবেশনা করেন শিল্পী মুকুল চক্রবর্তী। রবিবার নববর্ষের দিন পয়লা বৈশাখ হওয়ার দরুন বর্ষবরণ ও বাংলা মা কে শ্রদ্ধা নিবেদন এর গান পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী স্নেহা দাস। অনুষ্ঠানে শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন রঞ্জনা গুহ মৌসুমী ডিঙ্গল, বাংলাদেশের নিউটন দাস। রজত সরকার, দুলাল কাটারি ,স্বাগতা দাস, আশীষ মন্ডল, রনী মহাপাত্র , দেব মন্ডল প্রমুখরা। এক সুন্দর সন্ধ্যার সাক্ষী রইলেন শ্রোতারা। এদিনের অনুষ্ঠানে ৭০ জন বিশিষ্ট লেখক এর পাশাপাশি নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সেরা ১০ জন ঘোষণা করেন বিচারকেরা। পরিশেষে একটা কথা বলতেই হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধৃতকে সংস্থার পক্ষে আকুন্ঠ সাধুবাদ জানানো হয়।

বাসন্তীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর

বাসন্তী, ২০ এপ্রিল ঃ পুকুর পাড়ে খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর হেঁতালখালি গ্রামে। শ্রুতি সর্দার(৪) ও তাঁর বোন দিশানী সর্দার(৩) এদিন দুপুরে গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে খেলা করছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজ শুরু করে। পুকুর পাড়ে দুই বোনের জুতো দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। পুকুরে নেমে খুঁজতেই দুটি শিশুর দেহ মেলে। তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শিশুদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ শিশুদুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সিপিএমের আমলে ভরাট করা পুকুর খনন করে এলাকার মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তুলতে তৎপর নিউ বারাকপুর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ২০ এপ্রিলঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন পুকুর বা জলাশয় ভরাট করা চলবে না। বেআইনি ভাবে ডোবা জলাশয় ভরাট করে আবাসন নির্মাণ করা দন্ডনীয় অপরাধ। প্রখর গরমের দাবদাহে চারিদিকে ডোবা বা জলাশয় বদ্ধ ভূমি তে আবদ্ধ। ঠিক সেই সময় নিউ বারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডে পশ্চিম মাসুন্দা এলাকায় তৎকালীন সিপিএমের আমলে কমবেশি পাঁচ কাঠা জায়গায় জলাশয় বুজিয়ে আবদ্ধ ভূমিতে পরিনত করে দূষিত দুর্গন্ধ করে অব্যবহার যোগ্য করে তোলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ। এলাকার বেশ কিছু পরিবার মা বোনেরা নিউ বারাকপুর পুরসভায় গিয়ে পুরপ্রধানের কাছে আবেদন করলে শুক্রবার পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর গিয়ে সরেজমিনে জলাশয় ভরাট চারিদিকে ঘুরে দেখেন। তার ভিত্তিতে পুরপ্রধানের কাছে রিপোর্ট দেন। পুরসভার পুরপ্রধানের নির্দেশে শনিবার সকাল থেকে জেসিপি দিয়ে বদ্ধ জলাশয় সংস্কার সাধন করে স্তূপাকৃতি নোংরা আর্বজনা জঞ্জাল তোলার কাজ শুরু হতেই এলাকাবাসীর চোখে মুখে হাসি স্বস্তির নিঃশ্বাস। নিউ বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন পুরসভা জলাশয় বা পুকুর ভরাট বরদাস্ত করবে না। পুকুর ভরাটের বিপক্ষে।

বিগত বাইশ বছরের সিপিএমের আমলে ভরাট করা পুকুর পুরসভা প্রশাসন নতুন ভাবে জেসিপি দিয়ে খনন করে নোংরা আর্বজনা মাটি জঞ্জাল তুলে ফেলে সংস্কার করে এলাকার মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলার কাজ শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর ও গ্রীন সিটি মিশন প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে পুকুরের চারিদিকে গার্ডওয়াল ঘিরে সৌন্দর্যায়ন করে ব্যবহার যোগ্য করা হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে। ইতিমধ্যেই

পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডে সিপিএমের আমলে বোজানো পুকুর সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন আধুনিকিকরন করা হয়েছে। বিগত বাম জমানায় পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডে সিপিএমের বর্তমান এলসিএস এর নেতৃত্বে পুকুর ভরাট করে বাড়ি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

এবার ৭ নং ওয়ার্ডের এলাকার বেশ কিছু পরিবার মা বোনেদের দাবি কে মান্যতা দিয়ে বদ্ধ জলাশয় কে নতুন ভাবে সৌন্দর্যায়ন ও ব্যবহার যোগ্য করে সুন্দর পরিবেশ উপহার তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই শহরের বেশ কিছু পুকুর কে সৌন্দর্যায়ন আধুনিকিকরন করে মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হবে।

পুরপ্রধানের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি ৭নং ওয়ার্ডের গৃহবধূ কল্যাণী চক্রবর্তী, সোমা বিশ্বাস, জ্যোৎস্না বোস সহ বাসিন্দারা ।

শুধু ভাণ্ডারে হবে না, বাড়িতে লক্ষ্মী আনতে গেলে চায় কাজ ঃ মিল্টন রসিদ

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ২০ এপ্রিলঃ সরকারকে বলবো, ভাণ্ডার দিন, কিন্তু বাড়িতে লক্ষ্মী বৌমা আনার জন্য ছেলের হাতে কাজ দিন। আমি না, সাধারণ মায়েরা বলছেন। শুক্রবার নলহাটির কাঁটাগড়িয়া মোড় থেকে বাম কংগ্রেসের যৌথ পরিক্রমার করার আগে এভাবেই রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করেন জোট প্রার্থী মিল্টন রসিদ। এদিন বারা গ্রামের তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর সেখের হাত ধরে পঞ্চাশটি পরিবার জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেয়। এদিন মিল্টন বলেন, আমাদের রাজ্যে মায়েদের ভাতা দিন। কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বাড়ির ছেলেদের হাতে কাজ দিন। আমাদের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বাইরে কেন কাজ করতে যাবে? এমন একদিন আসবে সেই গানের মতো বলতে হবে, দাদা পায়ে পড়ি রে, মেলা থেকে বৌ এনে দে রে! এরপর তিনি গোপালচক, চারাগাছি, বান্দখালা মোড়, ভগলদীঘি মিনি মোড় পর্যন্ত প্রচার করেন। এদিন মিল্টন বলেন, এই ভোট হতে হবে মোদীর শেষ ভোট। দেশ থেকে বিজেপি তাড়াতে না পারলে, আদানি আম্বানির হাত থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে না। বাঁচবে না দেশের কৃষক, মজদুর থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। ইণ্ডিয়া জোট কেন্দ্রে সরকার গড়লে মানুষ কাজ পাবে। কর্মসংস্থান হবে। আর মানুষের মূল চাহিদাকে উপেক্ষা করে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে রাজনীতি করতে চাইছে তৃণমূল ও বিজেপি।

ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, রাম নবমী নিয়ে অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে উদ্দাম নৃত্য করেছে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। কিছু লোক দেখানো মামলা হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এসব করতে দেওয়া হলো কেন? ইণ্ডিয়া জোট এলে অর্ডিন্যান্স জারি করে এসব বন্ধ করা হবে। মানুষে মানুষে লড়িয়ে দেওয়া চলবে না। চাকরি দিতে না পারলে, যুবকদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আমরাও বলেছি মহালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বছরে মায়েদের এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা। পাশাপাশি, যুবকদের ট্রেনিংয়ের কথাও বলেছি। আজকে বিজেপি ও তৃণমূল নিজ নিজ অঙ্ক কষছে। কিন্তু আমি আমার অঙ্ক কষেছি।

আমার ভরসা গণদেবতার উপর। আমার জন্ম এখানে। আমার মাটি এখানে হবে। জানাযা হবে এখানে। আমি বিরোধী প্রার্থীদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তবুও বলছি, তাদের জন্মও এখানে হয় নি। সৎকারও হবে না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪১ সংখ্যা, রবিবার, ৮ বৈশাখ, ১৪৩১

প্রতিবেশী দ্বন্দ্বে নেই পাক

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আর সংঘর্ষ নয় বলে বার্তা দিলেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে মরিয়ম শরিফ। তিনি বলেছেন প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আর যুদ্ধ করা উচিত নয় পাকিস্তানের। কিন্তু পাকিস্তানের দেশটা টিকে রয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে বিরোধিতার নিয়ে। পাকিস্তানের প্রতিটি পদক্ষেপই হচ্ছে ভারত বিরোধিতা করা। এছাড়া পাকিস্তান এক চুলও এগোতে পারবে না। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ভারত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার কালে যদি পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতো তাহলে এই উপমহাদেশে কোনও বিরোধ থাকতো না। কিন্তু কাশ্মীর দখল করতে গিয়ে পাকিস্তান বিপদ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান বরবারই বলতে শুরু করেছে কাশ্মীরে গণভোট করতে হবে। পাক প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর সময় থেকেই কাশ্মীরে গণভোট করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কেরা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল ভারত জোর করে কাশ্মীরকে তাদের দখলে রেখে দিয়েছে। এই নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে বহুবার বিতর্ক হয়েছে ভারত পাকিস্তানের। আমেরিকা একটি সময়ে পাকিস্তানের নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিল। রাশিয়া ছিল ভারতের পাশে। ভারতকে বরবারই রাশিয়া সমর্থন করে এসেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করেছে। সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে। তবে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধকালে ভারতের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হয়েছিল। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেয়। আমেরিকা তখন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। রাশিয়া ছিল ভারতের পক্ষে। রাশিয়া ভেটো দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছিল। যার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম লাভ করে। ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারপরে রাশিয়া স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তখনও আমেরিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারত যেভাবে এগিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে ক্ষুব্ধ ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তান হাত ছাড়া হওয়ার ফলে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করে। তার ফলে পাকিস্তান বিপদে পড়ে। পাকিস্তানের নিরীহ নাগরিকেরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষে না থাকলেও পাকিস্তানের প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই ছিল। এখনও কাশ্মীরে পাক সন্ত্রাসবাদীরা প্রবেশ করার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। এবারে পাঞ্জাবের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম শরিফ বলেছেন যে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচত নয়। এর পিছনের তিন বারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারতারপুরে গুরুদ্বার দর্শন করতে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম। সেখানে তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতা বরাবরই চেয়েছেন যে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আর যুদ্ধ করা উচিত নয়। ২০১৩ সাল কারতারপুর করিডরের শিলান্যাস করেছিলেন নওয়াজ শরিফ। ২০১৯ সালে সেই করিডরের উদ্বোধন করেন ইমরান খান। তবে ইমরানকে কৃতিত্ব দিতে চান না তিনি।

কাশ্মীর নীতিতে পাকিস্তান

কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে হবে এই দাবি নিয়ে পাকিস্তান বহুবার রাষ্ট্রপুঞ্জে দরবার করেছে। কিন্তু ভারতের তীব্র আপত্তিতে সেই বিতর্ক বাদ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতিই ছিল কাশ্মীর। কাশ্মীর ভারত অন্যায়ভাবে অধিকার করে রেখে দিয়েছে এই কথাকে প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তান একেবারে জান কবুল করে দিয়েছে। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী কূটনীতির ফলে পাকিস্তান বহুবার রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরের কথা তুলে পরাস্ত হয়েছে। কাশ্মীরের স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলতে গিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাশ্মীরে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলার পর মারাও গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল তা নিয়ে কোনও তদন্ত করা হয়নি। নেহরু সরকারকে চাপ দেওয়া হয়েছিল ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। সেই সময়ে অধিকাংশ লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না। তার মৃত্যুটা রহস্যময় ছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে নিয়ে কোনও তদন্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আজও তাঁর মৃত্যু নিয়ে কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুকে অনেকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেছিলেন। তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। তখন ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল। তাসখন্দ চুক্তি হওয়ার ফলে ভারতকে পাকিস্তানের অধিকৃত অংশ ছেড়ে চলে আসতে হয়। সেই সময়ে ভারতের সেনা প্রধান ছিলেন জয়ন্ত রায়চৌধুরী। সেই সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে প্যাটন ট্যাঙ্ক তৈরি করে ফেলে। যদিও রাশিয়ার প্রযুক্তিবিদেরা ভারতকে প্যাটন ট্যাঙ্ক তৈরি করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমেরিকা তখন পাকিস্তানকে তাদের বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করে এখন ভারতকে আমেরিকা বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা বুঝতে পেরে গিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে কোনও লাভ হবে না। তার ফলে ধীরে ধীরে ভারতের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রাম করতে পারলে জীবন সুখী হয়। কাজ করতে হবে। অকাজ করলে টলবে না। কাজের ওপরে বেশি করে মন দিতে হবে। তবেই সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। তবে দান এবং ধ্যান করতে হবে। দান করলে সম্পদ কমে না। বরং তা আরও বৃদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি হয়। মনের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

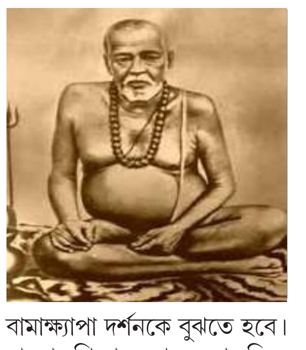

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। বারবার শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন। নারী জাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তা হলে সমাজের কুসংস্কার দূরিভূত হবে। নাহলে কিন্তু সমাজ থেকে কুসংস্কার কোনও কালেই দূর হবে না। সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি। বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা হয়। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবাই ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়। ভগবান সবাইকে তাঁর দূত করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। সব মানুষের জন্যই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠান। সেই কাজ করতে থাকে মানুষ বাংলার নারী শিক্ষা উন্নয়ন করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নতি না করতে পারলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাবে। প্রথমেই হচ্ছে নারী জাগরণ। সেটা একমাত্র শিক্ষাই করতে পারে। সৎ শিক্ষা নারী জাগরণ ঘটাতে পারে। যিনি গজৎ মাতাকে ধরে রাখতে পারেন তিনি বিশ্বে মহান ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করার কৌশল শুরু হয় বাবরের আমল থেকেই

বিশেষ প্রতিবেদক

সমৃদ্ধির নাগাল পাওয়ার আশায় এ অঞ্চলের বহু মানুষ রাবারের নৌকায় করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপের উপকূলে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। অথচ ৫০০ বছর আগে এমন সমৃদ্ধির লোভে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষীরা কাঠের জাহাজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এশিয়া ও ভারতবর্ষে ছুটে আসত। গত ৫০০ বছরের পালা বদলে সমৃদ্ধির কম্পাস ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ইউরোপের দিকে চলে গেছে। কয়েক শ বছর জুড়ে সেই পালাবদলের প্রধান খেলোয়াড় ছিল স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলো। এগুলোর মধ্যে শেষ পর্বে মাঠে নেমেও সবচেয়ে সফল খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল ইংল্যান্ড। দুর্বল অর্থনীতির এই দেশ কোন জাদুতে বাকি সব দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল? জাদুর কাঠিটা আসলে প্রথম স্পর্শ করেছিলেন ষোড়শ শতকে জন্ম নেওয়া ইংল্যান্ডের এক রাজকন্যা। তাঁর নাম এলিজাবেথ। সম্রাট আকবরের শাসনামলে তিনি ভারতের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্যিক যোগাযোগের সূত্রপাত করেছিলেন। ইংল্যান্ডে যখন রানি এলিজাবেথের শাসনকাল শুরু হয়, তার দুই বছর আগে ভারতে শুরু হয়েছিল সম্রাট আকবরের শাসনকাল। কাকতালীয়ভাবে দুজনের আয়ুষ্কাল ও শাসনকাল প্রায়ই একই। দুজনই নিজ নিজ সাম্রাজ্যে নতুন যুগের সূচনা করে অমর হয়ে আছেন। তবে দুজনের জীবন একেবারেই বিপরীতমুখী। সম্রাট আকবর জন্ম থেকেই ছিলেন পরম সৌভাগ্যের বরপুত্র, এলিজাবেথ ছিলেন এক দুর্ভাগা রাজকুমারী। সম্রাট আকবরের সঙ্গে রানি এলিজাবেথের মাত্র একবার পত্র যোগাযোগ হয়েছিল। ইংল্যান্ডের রানি ভারতের সঙ্গে ইংরেজদের বাণিজ্য করার সুযোগের আবেদন জানিয়ে ভারত সম্রাটের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই ছোট্ট চিঠি তখন নিষ্ফল বলে বিবেচিত হলেও দেড় শ বছর পর রানি এলিজাবেথের স্বাক্ষর করা এক রাজকীয় সনদের সুবিধা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের আপাদমস্তক গ্রাস করে ফেলতে সক্ষম হয়। সেই পর্বে যাওয়ার আগে দুঃখিনী রাজকন্যা এলিজাবেথের গল্পটা শুনে নেওয়া যাক। রানি অ্যান বোলেনের নিষ্ঠুর নিয়তি ঃ আকবরের জন্য সম্রাট হুমায়ুনের সিংহাসন যে রকম নির্ধারিত ছিল, এলিজাবেথের জন্য পিতা অষ্টম হেনরির সিংহাসনটি সেভাবে বরাদ্দ ছিল না। ১৫৪৭ সালে অষ্টম হেনরির মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পর অনেক অনিশ্চয়তার পথ পাড়ি দিয়ে, অসম্ভবের শিকল ছিঁড়ে সিংহাসনে বসার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছিলেন এলিজাবেথ। এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর ভাগ্যটা ঘুরপাক খাচ্ছিল নিয়তির বিচিত্র জটাজালের মধ্যে। তখন তিনি উত্তরাধিকার বঞ্চিত পরিত্যক্ত রাজকন্যা। তাঁর বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাটি ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের ইতিহাসের একটা মর্মান্তিক অধ্যায়, যেখানে জড়িত ছিল তাঁর মা অ্যান বোলেনের সঙ্গে রাজার বৈবাহিক সম্পর্কের জটিলতা। ১৫২৩ সালে রাজা অষ্টম হেনরি যখন কিশোরী অ্যান বোলেনকে প্রথম দেখেন, তখন তিনি প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিন আরগনের সঙ্গে বিবাহিত এবং মেরি নামের একটা কন্যা সন্তানের জনক। রাজপ্রাসাদের একটা অনুষ্ঠানে ষোড়শী অ্যান বোলেনকে দেখে রাজা মোহমুগ্ধ হয়ে তাঁকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করেন। বয়স কম হলেও বুদ্ধিমতী অ্যান খুব আত্মসচেতন ছিলেন। তিনি বিয়ে ছাড়া রাজার কাছে ধরা দিতে রাজি হননি। আবার রাজার পক্ষে হুট করে কাউকে বিয়ে করাও সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইংল্যান্ডের আইন; এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা পুরোপুরি আইনবিরুদ্ধ। প্রথম বিয়েটা বাতিল না করলে আরেকটা বিয়ে করা যাবে না। রাজা অষ্টম হেনরি অ্যানকে বিয়ে করার জন্য প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের চার্চ তাতে সম্মতি দিল না। রাজা মরিয়া হয়ে ইংল্যান্ডের আইন বদলে চার্চকে নিজের অধীন নিয়ে এলেন। তাতেও অ্যানকে বিয়ে করার পথ পরিষ্কার হলো না। কারণ, ইংল্যান্ডের চার্চ ভ্যাটিকানের পোপের অধীন। পোপের সম্মতি ছাড়া এই বিয়ে সম্ভব নয়। তিনি পোপের অনুমোদন চাইলেন।

British East India Company

কিন্তু ভ্যাটিকানের পোপও অনুমতি দিলেন না। এবার অষ্টম হেনরি ভ্যাটিকান পোপের সঙ্গেও সম্পর্ক ছেদ করলেন এবং ইংল্যান্ডের চার্চের ওপর প্রভাব বিস্তার করে প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিনের সঙ্গে বিয়েটা বাতিল করলেন। তারপর অ্যানকে বিয়ে করে রাজপ্রাসাদে তুলে আনার সুযোগ পেলেন ১৫৩৩ সালে। তত দিনে ১০ বছর পেরিয়ে গেছে। অ্যান বোলেন ১৪ বছরের কিশোরী থেকে ২৪ বছরের পরিপূর্ণ রমণী। যে চপলা কিশোরীকে দেখে অষ্টম হেনরি মুগ্ধ হয়েছিলেন, ১০ বছর পর সে যখন পরিণত নারী, তখন রাজার মুগ্ধতায় ভাটা পড়েছিল। নইলে এত কাণ্ড করে বিয়ে করার এক বছরের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত হতো না। তিনি অ্যানকে বিয়ে করার জন্য যেমন মরিয়া ছিলেন, তেমনি মরিয়া ছিলেন একটি পুত্র সন্তানের জন্য। তিনি অ্যানকে বিয়ে করার পর রাজজ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অষ্টম হেনরি শিগগিরই এমন এক পুত্র সন্তানের জনক হতে যাচ্ছেন, যার রাজত্বে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যাবে। সে স্বপ্ন ধাক্কা খেল, যখন অ্যানের গর্ভে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হলো। তবু অষ্টম হেনরি কন্যা সন্তানটিকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে অ্যান যখন আরও দুটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলেন, তখন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন, যা ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের ইতিহাসে কলঙ্কিত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। তিনি বললেন, অ্যান ব্যভিচারিণী ও বিশ্বাসঘাতক। একাধিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক আছে, যাঁদের মধ্যে তাঁর আপন ভাইও আছে। এ রকম অবিশ্বাস্য ও অবান্তর কিছু অভিযোগ তুলে তিনি অ্যানকে কারারুদ্ধ করলেন। তারপর ফ্রান্স থেকে আনা বিশেষ ধারালো তরবারি দিয়ে অ্যানের শিরশ্ছেদের হুকুম দিলেন। সঙ্গে আরও ছয়জনের শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁদের মধ্যে অ্যানের ভাইও ছিলেন। যে নারীকে পাওয়ার জন্য তিনি সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই নারী বিয়ের তিন বছরের মধ্যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করবেন, সেটা কেউ কল্পনাও করেনি। অ্যানের শিরশ্ছেদের পর তাঁর তিন বছর বয়সী শিশুকন্যাটিরও উত্তরাধিকার বাতিল হয়, চরম অনিশ্চয়তার কবলে পড়ে যায় তার জীবন। নিয়তির অদ্ভুত সমীকরণে সেই বঞ্চিত কন্যাটি এক যুগ পরে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসে নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর নাম এলিজাবেথ। অপ্রত্যাশিত মুকুট ঃ অ্যানের শিরশ্ছেদের মাত্র ১১ দিন পর অষ্টম হেনরি আবার বিয়ে করেন। যাঁকে বিয়ে করেন, জেন সেম্যুর নামের সেই তরুণী ছিলেন অ্যানের প্রাসাদের একজন সহকারী। অষ্টম হেনরি যখন তাঁকে বিয়ে করেন, জেন তখন গর্ভবতী। বিয়ের পরপর জেন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। অষ্টম হেনরি সেই ছেলেকে চতুর্থ এডওয়ার্ড নামে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। এডওয়ার্ডের মা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরপরই অসুস্থ হয়ে মারা গেলে অল্প সময়ের মধ্যে রাজা আবারও বিয়ে করেন। রাজা অষ্টম হেনরির পুত্রসন্তানের সাধ পূর্ণ হওয়ার পরও তিনি আরও তিনটি বিয়ে করে ইংল্যান্ডের রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ছয়টি বিয়ের রেকর্ড করে করেন। তিনি অ্যানের পরে একই ধরনের অভিযোগে আরও একজন স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করেন। অষ্টম হেনরির বিচিত্র বৈবাহিক সম্পর্কগুলো পরবর্তীকালে ইতিহাসে গবেষণার বিষয় হয়েছিল। অষ্টম হেনরি সর্বশেষ বিয়ে করেন ১৫৪৩ সালে। তাঁর ষষ্ঠ স্ত্রীর নাম ক্যাথরিন পার। তারপর অবশ্য তিনি আর বিয়ে করার সুযোগ পাননি। ষষ্ঠ বিয়ের বছর তিনেক পরে তাঁর মৃত্যু না হলে ইংল্যান্ডের ওই রাজার বিয়ে ও উত্তরাধিকারীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারত। ১৫৪৭ সালে অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর সাবেক তিন রানির গর্ভে জন্ম নেওয়া তিনটি সন্তান জীবিত ছিল। কিন্তু বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল মাত্র একজন, তিনি ষষ্ঠ স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ১১ বছর বয়সী পুত্র চতুর্থ এডওয়ার্ড। রাজা অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসানো হয় ১১ বছর বয়সী বালক চতুর্থ এডওয়ার্ডকে। বয়স কম বলে রাজার অভিভাবক নির্বাচিত করা হয় তাঁর মামা টমাস সেম্যুরকে। এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসার পর টমাস সেম্যুর বিয়ে করেন হেনরির বিধবা স্ত্রী ক্যাথরিনকে। বিয়ের পর তিনি ক্যাথরিনকে নিয়ে চেলসির এক প্রাসাদে গিয়ে ওঠেন। তিনি সেই প্রাসাদে যাওয়া সময় এডওয়ার্ডের সৎবোন ১৪ বছর বয়সী এলিজাবেথকে সঙ্গে নিয়ে যান। টমাস সেম্যুরকে মতলববাজ বলে মনে করা হতো। তিনি চেলসির ওই প্রাসাদে যাওয়ার পর এলিজাবেথের সঙ্গে একটা অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ঘটনাটা জানাজানি হলেও টমাস সেম্যুরের কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর এলিজাবেথের জীবন ছিল অনেকটাই অবহেলিত। তবে টমাস সেম্যুরের কপালে ভিন্ন একটা দুর্ভোগ লেখা ছিল। বছর দুয়েক পর তিনি ভাগনে এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে একটা গোপন তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কেউ কেউ অনুমান করেন, এলিজাবেথ টমাস সেম্যুরের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে বাকি জীবন কুমারীই থেকে যান। কিশোর রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৫৩ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আবারও সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংকট দেখা দেয়। তখন প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে অষ্টম হেনরির প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিন আরগনের গর্ভে জন্ম নেওয়া কন্যা মেরিকে নতুন রানি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ৩৭ বছর বয়সী কুমারী মেরির জন্য এটা খুব অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি ছিল। রানি হওয়ার পরের বছর তিনি বিয়ে করেন স্পেনের রাজপুত্র ফিলিপকে। ভিনদেশি রাজপুত্রকে বিয়ে করে রানি মেরি খুব সমালোচিত হয়েছিলেন। এমনকি রাজপ্রাসাদে একটা বিদ্রোহের ঘটনাও ঘটেছিল। সেই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে রানির সৎবোন এলিজাবেথকে কিছুদিনের জন্য বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মেরির কপালেও বেশি দিন রাজত্ব ছিল না। পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর ১৫৫৮ সালে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মারা যান। প্রিভি কাউন্সিলকে এবার একটা ধাঁধার মধ্যে পড়তে হয়। পরবর্তী উত্তরাধিকারী নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করে যাঁকে নির্বাচিত করতে হয়, তিনি হেনরির পরিত্যক্ত কন্যা এলিজাবেথ। নিজের বাবা যাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, সেই এলিজাবেথের হাতেই অবশেষে ইংল্যান্ডের সিংহাসন এসে ধরা দেয়। ইংল্যান্ডের ভাগ্যাকাশে নতুন তারকা

এলিজাবেথ ক্ষমতায় বসার সময় শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, অদম্য মনোবল আর দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল। সেই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের দেশ ছাড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন বাকি পৃথিবীর দিকে। তাঁর দেশ আগে কখনও যে প্রতিযোগিতায় নামেনি, তিনি তাকে সেই প্রতিযোগিতায় শামিল করেন। বিশ্ব বাণিজ্য দখল করার প্রতিযোগিতায় স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার কাজে এগিয়ে যান। বিশ্ব জুড়ে সমুদ্র জয়ের প্রতিযোগিতায় বাকি দেশগুলোর চেয়ে অনেক বিলম্বে নেমেও তিনি অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দেন। সূচনা করেন বিশ্বখ্যাত এলিজাবেথিয়ান যুগের। পরের দুই শতকের মধ্যে বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হবে ইংল্যান্ড। পৃথিবীর অর্ধেক মানচিত্র তাদের হাতে চলে আসবে। সেই ঘটনাপর্বে যাওয়ার আগে মধ্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ার অর্থনীতির চিত্রের তুলনামূলক চিত্রটা দেখে নেওয়া যাক। (ক্রমশ) **হারুন রশিদ।**

প্রথম বাংলার কোটিপতি ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকার

বিশেষ প্রতিবেদক

তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালি কোটিপতি যাঁর জাহাজ সাত সমুদ্র পেরিয়ে প্রথম পৌঁছেছিল আমেরিকায়। আমেরিকার ব্যবসাতেও বিনিয়োগের কারণে সেই আমলে বঙ্গোপসাগরের বুকে চলা প্রতিটি আমেরিকান জাহাজের তরফ থেকে ব্যবসার লভ্যাংশ অর্জন করতেন রামদুলাল। সত্যি বলতে যে কাজে হাত দিতেন তাতেই সোনা ফলত। নিজের বাড়ির পুজোয় পশুবলি বন্ধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। আজও উত্তর কলকাতায় তার নামে রয়েছে এক প্রশস্ত পথ। তিনি রামদুলাল সরকার। অষ্টাদশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার অন্যতম বাঙালি উদ্যোক্তা। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় অকাতরে অর্থ সাহায্য করেন। পারিবারিক পদবী ছিল দে, উপাধি সরকার। শৈশবে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী, সঙ্গে ভাগ্য বিরূপ। কৈশোরে পা দেওয়ার আগেই পিতৃমাতৃহীন রামদুলালকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মামাতো দাদু রামসুন্দর বিশ্বাস। দারিদ্র্য ছিল তাঁরও নিত্যসঙ্গী। রামসুন্দর এর স্ত্রী হাটখোলার দত্ত বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করতেন। তারই সূত্রে মদনমোহন দত্তের কাছেই প্রতিপালিত হন রামদুলাল। লেখাপড়াও শেখেন তাঁর বদান্যতায়। হয়ে ওঠেন দক্ষ লিপিকর। এরপর পাঁচ টাকা বেতনের বিনিময়ে মদনমোহন দত্তের কাছারিতে হিসাব রক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এক যে ছিলো নেতা সেই সামান্য বেতনের টাকা জমিয়ে দাদুকে সাহায্য করতেন। তাঁর দক্ষতা ও অধ্যবসায়ে ধীরে ধীরে উন্নীত হন মুহুরী পদে। কিছুদিনের মধ্যেই মদনমোহন দত্ত তাঁকে চোদ্দো হাজার টাকা দিয়ে 'তুলো অ্যাণ্ড কোং' কোম্পানিতে একটি নিলামে পাঠান কিছু কিনে আনার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে দেরি হয়ে যাওয়ায় সঠিক সময়ে নিলামে উপস্থিত হতে পারেননি তিনি। মনমরা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার মোহনায় তিনি লক্ষ্য করেন একটি পণ্যবাহী জাহাজ ঘাটের কাছেই নিলাম হচ্ছে। সেই নিলামে যোগ দিয়ে এক লক্ষ চোদ্দো হাজার টাকায় সেই জাহাজ তিনি বিক্রি করে দেন এক ইংরেজ সাহেবকে। ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ টাকাটাই মদনমোহনকে ফেরত দিয়ে দেন রামদুলাল। তাঁর এই সততা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মদনমোহন পুরো এক লক্ষ টাকাই রামদুলালের হাতে দিয়ে নিজস্ব ব্যবসা চালু করার পরামর্শ দেন। স্বাধীন ব্যবসার দুনিয়ায় পদার্পণ করে রামদুলাল প্রথম ক্যাপ্টেন হ্যানা নামের এক পর্তুগিজ সাহেবের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হন। শোনা যায়, তিনি যে কাজে হাত দিতেন তাতেই ফলত সোনা। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি, মেধা আর দর কষার দক্ষতার কারণে ক্রমেই ব্যবসার বাজারে তাঁর প্রভাব বাড়ছিল। ইংরেজ বণিকদের বদলে তিনি আমেরিকান বণিকদের সঙ্গেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমেরিকান বণিকরা বঙ্গোপসাগরের পথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন শুরু করে। এই সকল আমেরিকান বাণিজ্যতরীর ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিলেন রামদুলাল দে সরকার। আমেরিকার ব্যবসাতেও বিনিয়োগের কারণে বঙ্গোপসাগরের বুকে চলা প্রতিটি আমেরিকান জাহাজের তরফ থেকে ব্যবসার লভ্যাংশ অর্জন করতেন রামদুলাল। ১৮০০ সাল পর্যন্ত কলকাতা বন্দরে আসা সকল জাহাজই রামদুলালকে তাদের মুৎসুদ্দি বা স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে। ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় নিজস্ব ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্সিও প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বন্দর থেকে মার্কিন মুলুকে রামদুলালের চারটি জাহাজ চলাচল করত। সেই জাহাজগুলির নাম ছিল কমলা, বিমলা, ডেভিড ক্লার্ক আর রামদুলাল। মার্কিন বাণিজ্য সম্প্রসারণে রামদুলালের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মার্কিন বণিকরা শিল্পী স্টুয়ার্ট গিলবার্টকে দিয়ে জর্জ ওয়াশিংটনের প্রথম একটি তৈলচিত্র আঁকিয়ে উপহারস্বরূপ রামদুলালকে পাঠান।

বাংলার শিক্ষা জগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উপস্থিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৪-১৮৯৮) নাম বঙ্গসমাজে সুপরিচিত। তাঁর স্ত্রী কাদম্বিনী বসু-গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে দূরদর্শনের একাধিক জনপ্রিয় চ্যানেলে ধারাবাহিকের সৌজন্যে তাঁর পরিচিতির কিছু অবকাশ আমাদের ঘটেছে। তবে বিনোদন জগতের রুপোলি দুনিয়ার বাইরে দৃষ্টিটি আরও কিছু প্রসারিত করলে নিতান্তই কাদম্বিনীর স্বামী হিসেবে দ্বারকানাথকে দেখবার মায়াবী বিভ্রম থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে। একথা অনস্বীকার্য, কাদম্বিনীর প্রথম বাঙালি চিকিৎসক হয়ে ওঠার পেছনে, বা উনিশ শতকের শেষার্ধে সাত সমুদ্র পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথাই বর্তমান সময়ে স্বীকৃত। আমরা শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৮৯৫ সালে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছিল তিনি তাঁর সঞ্চিত সর্বস্ব অর্থ পণ করায়। মহিলাদের জন্য স্বল্পায়ু 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার প্রকাশ সমকালে তো বটেই, উত্তরকালেও এই পত্রিকার বিপুল প্রভাব সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। পত্রিকার নামেই তাঁর পরিচিতি --'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ' কিংবা তাঁর আবাসস্থল ১৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটকে 'অবলাব্যারাক' নামে অভিহিত করবার মধ্যেই অবলাবন্ধবের সামাজিক প্রভাবের সুগভীর ব্যঞ্জনাটি লুকিয়ে আছে। হয়তো 'অবলাব্যারাক' নামের মধ্যে সেকালে স্ত্রীশিক্ষার-বিরোধীদের ব্যঙ্গ মিশে আছে কিন্তু এই বিদ্রুপের ভেতর দিয়ে নারীমুক্তির এই সূতিকা গৃহটির গুরুত্ব কী অসম্ভব ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবে তাঁর স্বল্পজ্ঞাত আর একটি পরিচয়েও তিনি সমুজ্জ্বল। অসমের চা-কুলি আন্দোলনে তাঁর এবং রাম কুমার বিদ্যারত্নের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। চা-কুলিদের সঙ্গে বাগান-মালিকদের অমানবিক ব্যবহার অনেকদিনই তাঁর কানে আসছিল, সরেজমিন অনুসন্ধানের জন্য ভারত সভা তার সহ-সম্পাদক দ্বারকানাথকে প্রতিনিধি করে অসমের চা-বাগানে পাঠায় উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে। সেখানকার কুলি-মজুরদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, ব্রিটিশ রাজত্বে দাস বানিয়ে রাখার কৌশলের বিরুদ্ধে ইংরেজিতে 'বেঙ্গলি' ও বাংলায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে তাঁর শাণিত লেখনী বাংলার মানুষকে এ সম্পর্কে অবগত করে। তিনি সদ্যজাত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বিষয়টি তুলে ধরে সারা ভারতেই এনিয়ে এক আন্দোলনের চেহারা দেন। তাঁর এই বিষয়ে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার লেখনীগুলি প্রাজ্ঞ অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সুসম্পাদনায় '(lavery in British Domin- ion নামে গ্রন্থবদ্ধ হয় আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও আগে। তবে শুধু প্রতিবাদী লেখনীতেই নয়, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও যে মানুষটি যথেষ্ট দড় ছিলেন, তা তাঁর দুই খণ্ডের উপন্যাস 'সুরুচির কুটীর', কিংবা কাব্যগীতি 'জাতীয় সঙ্গীত' কিংবা ইয়ারবুক 'নববার্ষিকী' তাঁর সাহিত্য কীর্তির অনন্য কিছু উদাহরণ। স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত দ্বারকানাথ তাঁর অমর সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভারেই আমাদের উপলব্ধি করিয়েছেন নারী মুক্তির প্রয়োজনীয়তাকে 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না'। তাঁর আরও

একটি পরিচয় হল, তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সেই সূত্রে স্ত্রীশিক্ষা ছাড়াও সমাজ-সংস্কারের অন্যান্য দিকের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ছিল তাঁর। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের চর্চার জগৎ ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ হয়েছে, আগামী দিনেও তাঁকে নিয়ে চর্চা যে স্বতন্ত্র মাত্রা নেবে তা বলাই বাহুল্য। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' অবলাবান্ধব দ্বারকানাথকে প্রথম দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব ভাষায়ঃ 'আমি আমাদের 'হিরো'কে দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। আসলে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, তাঁরা সচরাচর শান্ত স্বভাবের ও সর্বংসহা হন। কিন্তু প্রবল তেজোদীপ্ত দ্বারকানাথ ছিলেন সবরকম অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী। তাই সমকালে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁকে 'হিরো'র মর্যাদা দেন, উত্তরকালেও তাঁর নায়কোচিত ভাবমূর্তি শিক্ষণীয়। আমরাও ২০ শে এপ্রিল দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একশো আশীতম জন্মবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে তাই আমরা বলতেই পারি, আমাদের মহান ব্যক্তির জন্মদিন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ থেকে শুরু করে বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি একরোখা মানুষ ছিলেন। নারী শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে কারোর সঙ্গে আপোশ করতেন না। তিনি টাইতেন বাংলায় নারী শিক্ষার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা শিক্ষিত না হতে পারলে বিপদ বৃদ্ধি পেতে পারে আরও।

বিস্ফোরণের জেরে উড়ে গেল একটি দোকান ঘর, আহত দোকান মালিক

দুরন্ত বার্তা, কালীগঞ্জ, ২০ এপ্রিলঃ আজ ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রামে। জানা গিয়েছে দেবগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের কাছে দোকান সহিদুল শেখের। তিনি দোকানে গয়না পালিশের কাজ করতেন, রাতে দোকানেই থাকতেন। আজ ভোরে হঠাৎই

বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে দেখেন দোকানের শাটার উড়ে গিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা দূরে, ধ্বংস স্তুপের চেহারা নিয়েছে দোকান ঘর। ঝলসে গিয়েছে দোকান মালিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দেবগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ। তারা তাকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠান। এই ঘটনায় ওই দোকান সহ আশেপাশের আরো আটটি দোকান বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কিভাবে বিস্ফোরণ হলো তা জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।

ফুলবাড়ির ক্যানেল রোডে প্রকাশ্যে দুই যুবকের মধ্যে বচসা, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ ফুলবাড়ির ক্যানেল রোডে প্রকাশ্যে দিবালোকে দুই যুবকের মধ্যে বচসা। গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়ে এক যুবক। তার চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকাবাসীরা।। শনিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের

মার্ডার মোড় সংলগ্ন পশ্চিম ধনতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুর নাগাদ দুই যুবক সাইকেলে করে ক্যানেল রোড ধরে যাওয়ার সময় আচমকাই দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। স্থানীয়রা ছুটে আসতেই এক যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত যুবকের নাম সুশান্ত দাস বাড়ি ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা গ্রামে বলে জানা গিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিলঃ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি খৈহাট্টা এলাকায় একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল। শুক্রবার গভীর রাতে অমিত হালদার নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানের গেটের তালা ভেঙে ঢুকে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী

ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জল সরকার সহ অন্যান্য স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। অমিতবাবুর বাড়ি লাগোয়া সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শনিবার সকালে দোকানের গেটের তালা ভাঙা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর। আড়াই ভরি সোনার গয়না এবং প্রায় পাঁচ কেজি ওজনের রুপোর বাসন ও গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। সিসিটিটি ক্যামেরায় চুরির ঘটনা ধরা পড়েছে।

আমি হাসলেও মিম, হাসলেও মিম। রচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ এপ্রিলঃ প্রচারে বেরিয়ে নিজেকে নিয়ে মুখ খুললেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''আমি যাই করি তাই মিম হয়। আমি সব সময় হাসি সেটাও সাংঘাতিক একটা মিমের কারণ। রচনা কেন হাসছে, রচনা কেন খাচ্ছে, রচনা কেন হাত নাড়ছে, রচনা কেন চিৎকার করে কথা বলছে। সবেতেই, আমি যা করব তাই মিমস।'' আজ বলাগড়ে প্রচারে বেরিয়ে বলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা জানান, ''একটি বিয়ে বাড়িতে আমন্ত্রণ করল। বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে আমাকে বলল খেতে কিন্তু প্রচারে যেতে হবে তাই বসে বিরিয়ানি খেলে হবে না।'' প্রসঙ্গত, বিয়ের পাত্রী ইয়াসমীন সুলতানা বলেন, ''রচনাদি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রচার করছিলেন। সেই সময় বিয়ে বাড়ি দেখে রচনাদি জানতে চান কার বিয়ে। তখন বাড়ির লোক আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। রচনাদি আমাকে গোলাপ ফুল দিয়ে আশির্বাদ করেন।'' বিয়ের পাত্রী আরও জানেন, ''আমরা ওনাকে খেতে বলেছি। উনি বলেন প্রচারে রয়েছেন। তাই খেতে পারবেন না, তবে পরে আসবেন।'' এ দিন, বলাগড়ের একতারপুর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার করেন রচনা। গাড়ি করে ঘোরার সময় গ্রামের মহিলারা তাঁদের জল কষ্টের কথা বলেন। পানীয় জলের অভাবের কথা তুলে ধরেন এলাকাবাসী। গ্রামবাসী পদ্ম পাল বলেন, ''আমাদের গ্রামে জল নেই। আমরা জলের জন্য মরে যাচ্ছি। দিদিকে বলেছি। দিদি বললেন হবে।'' রচনা গ্রামনাসীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''সবাই ভালবাসা আর আশীবাদ রেখ। তারপর পাঁচ বছর দেখো আমি কী করি। সব সময় পাশে পাবে। বিশ্বাস রেখো। নিরাশ করব না কাউকে।''

গভীর রাতে প্রায় বাড়িতেই উঁকি মারার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে

প্রতিকার চাইতে থানায় অভিযোগ মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২০ এপ্রিলঃ সারাটা দিন যেমন তেমন, রাত গভীর হলেই নেশায় মত্ত হয়ে পড়ে মাঝ বয়সী ব্যক্তি। এরপর নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই শুরু হয় এলাকার একাধিক বাড়িতে তাণ্ডব, কারোর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা, আবার কারোর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বিছানা লক্ষ করা। বিগত প্রায় তিন বছর ধরে এমন যন্ত্রণায় রাত কাটাতে হচ্ছে এলাকার প্রায় ৫০টি পরিবারকে। রাতের ঘুম উবে গেছে গ্রামের একাধিক গৃহবধূর। অভিযুক্ত ব্যক্তির কঠিনতম শাস্তির দাবিতে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন গ্রামের ৫০ জন মহিলা। ঘটনাটি আর কোথাও নয়, নদীয়ার অদ্বৈত নগরী শান্তিপুর থানার করমচাঁপুর জোড়া বটতলার। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রদীপ সরকার, বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর। ওই এলাকার এক অভিযোগকারী মহিলা শেফালী সরকারের অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে ওই ব্যক্তি এই কাণ্ড করে আসছে। রাত যত বাড়ে ততোই দুশ্চিন্তায় ফেলে তাদের। কারণ কার ঘরে কখন আবার উকি মারা শুরু হয়। শনিবার ভোর রাতে আবারও ঘটে যায় সেই একই ঘটনা। ঘরের দরজা খুলে প্রথমে ভেতরে ঢোকে ওই ব্যক্তি। এরপর ঘরের দরজা দিয়ে দেয়। অপারেশন শুরুর আগেই খোঁজ নিয়ে নেয় তাদের স্বামীরা বাড়ি আছে কিনা। আর সেই সুযোগটাই বেশি ব্যবহার করে। যদিও শনিবার ভোর রাতে কান্ড ঘটাতে গিয়ে এক প্রকার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রদীপ সরকার। কপালের জোরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই গোটা গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন এবার তারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন। সেই মতো গ্রামের প্রায় ৫০ জন মহিলা শান্তিপুর থানায় এসে হাজির হন। এরপর প্রত্যেকের সই সম্মিলিত একটি অভিযোগ পত্র থানায় জমা দিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান। থানায় দাঁড়িয়ে বহু মহিলা জানান, প্রশাসন ছাড়া এ ধরনের কথা কার কাছে জানাবেন। তারা এও জানান, প্রশাসন যদি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাহলে আইনের প্রতি মানুষ আস্থা হারাবেন। যদিও অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

'বঙ্গ বিজেপিতেই এনআরসি দরকার, অনুপ্রবেশকারীতে ভরা

ক্ষোভ উগরে দল ছাড়লেন রাজ্য কমিটির সদস্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ এপ্রিলঃ বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৪ সালে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। তবে এরপর ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে সন্তোষ রায়ের। সেই সন্তোষ ভোটের বাংলায় দলই ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয় যোগ দিলেন তৃণমূলে। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ রায় তৃণমূলে যোগ দিয়েই বলেন, বঙ্গ বিজেপিতে এনআরসি দরকার। অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে। সন্তোষ রায়ের কথায়, ''পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এনআরসি চালু করা দরকার। সব অনুপ্রবেশকারী মালিক

হয়েছে বিজেপিতে। আর আমাদের মতো যারা আদি বিজেপি, আমাদের লাথি খেয়ে ভাগতে হচ্ছে।'' তবে এদিন যোগদানপর্বে কিছুটা বিভ্রাটও হয়। বিজেপির সঙ্গে তাঁর তিন দশকের সম্পর্ক হওয়ায়, তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়েও মুখ ফসকে বলে ফেলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমি বিজেপিতে এসেছি। যদিও পরে শুধরে নেন তা।'' ২০১৪ সালে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন সন্তোষ রায়। তাঁর অভিযোগ, ধীরে ধীরে তিনি দলে ব্রাত্য হতে শুরু করেন। সন্তোষের কথায়, ''বর্তমান বিজেপিতে আমাদের মতো লোকেদের কোনও জায়গা নেই। তাই মমতাদির আদর্শে, মমতাদির কর্মযজ্ঞ দেখে এবং ওনার সুদক্ষ নেতৃত্ব অনুসরণ করে তৃণমূলে এসেছি। আমি রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলাম। ৩৫ বছর ধরে বিজেপি করেছি। প্রার্থী করেছে ২০১৪ সালে। কারণ সে সময় আগের বিজেপি ছিল। নীতি-আদর্শ ছিল, সভ্যতা ছিল। বর্তমান বিজেপিতে কিছুই নেই। বলে দিলাম, খুব তাড়াতাড়ি বৃহত্তর বিজেপি নেতৃত্ব এই পথে হাঁটবেন।'' শনিবার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে সন্তোষ রায়ের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়রা। জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ''২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান পূর্ব থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন সন্তোষ রায়। তিনি বিজেপির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন।'' তবে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের কথায়, ''খুব ভাল করেছেন। যার যেটা ভাল লাগে। সন্তোষবাবুর বিষ্ঠায় রুচি, তাই পদ্মে অসন্তোষ। পদ্ম ফেলে চোরের দলে গিয়েছেন সন্তোষ।''

এবার সুন্দরবনে বর্জ্য বহন করবে পরিবেশ বান্ধব টোটো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ এপ্রিলঃ এবার বর্জ্য বহন করবে পরিবেশ বান্ধব টোটো সুন্দরবনে। এবার থেকে টোটোতেও বহন করা হবে বর্জ্য পদার্থ। সুন্দরবনের মথুরাপুর-২ ব্লকের ১১টি অঞ্চলেই সে জন্য জায়গা দেখার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর এই কাজ শেষ হলে সমগ্র ব্লক হয়ে উঠবে বর্জ্য পদার্থ মুক্ত ব্লক। আর ব্লক প্রশাসনের এই ধরনের পদক্ষেপ এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে জোর দেওয়া হয়েছে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাপনার উপর। টোটো গাড়িতে করে বর্জ্য পদার্থ গুলি সংগ্রহ করে প্রথমে সে গুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। এরপর সেগুলিকে বাছাই করা হবে। একে বারে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হবে। মূলত দূষণমুক্ত ও নির্মল গ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প নিয়ে আসা হয়েছে। নির্মল ভারত অভিযান

কর্মসূচির অধীনে এই কাজ করা হচ্ছে। পরিবেশকে বর্জ্য মুক্ত রাখার পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন আবর্জনা সর্বদা ডাস্টবিনে ফেলা, বাড়িতে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনাকে রাখার জন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করা। এলাকাকে সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এই প্রকল্প সফল হলে এই ব্লক জেলার মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ যোগ্য ব্লক হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে মথুরাপুর ২ নং বিডিও নাজির হোসেন বলেন, ''ব্লকের ১১টি অঞ্চলে ইতিমধ্যে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য বহনকারী টোটো তুলে দেওয়া হয়েছে। দিঘীরপাড় বকুলতলার নিদিষ্ট জায়গায় এই বর্জ্য পৃথকীকরণ ও নিস্কাশনের কাজের জন্য দেখা হয়েছে। টেন্ডার ও দেওয়া হয়ে গেছে। ভোটের পরে কাজ শুরু হবে। আমরা চাই সুন্দরবনের এই ব্লককে বর্জ্যমুক্ত ব্লক গড়ে তুলতে।''

ফের বিপাকে মহুয়া, গুরুতর অভিযোগ তুলে কমিশনে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২০ এপ্রিলঃ ভোটের মুখে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ। ফের বিপাকে মহুয়া মৈত্র। এবার কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি। মনোনয়ন পেশের পরেও সরকারি গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ তুলেই নদিয়া জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে নালিশ করা হয়েছে। এবারও তৃণমূলের টিকিটে কৃষ্ণনগর থেকে লড়ছেন মহুয়া। তাঁর হয়ে সম্প্রতি প্রচারে ঝড় তুলতে দেখা গিয়েছিল খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই মহুয়াই মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে আবারও নতুন বিতর্কে জড়ালেন। শুক্রবার একাধিক বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগরে জেলাশাসক দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দেন মহুয়া। তারপর সরকারি গাড়ি নিয়ে ফিরতে দেখা যায় তাঁকে। এখানেই

উঠছে প্রশ্ন। একজন প্রার্থী কীভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন সেই প্রশ্ন তুলছে পদ্ম শিবির। সূত্রের খবর, যে গাড়ি করে মহুয়া জেলাশাসকের দফতর ছাড়েন তাতে ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টিকার। গাড়িতে মহুয়ার সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উঠছে বিতর্কের ঝড়। প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিককালে সংসদে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছিল মহুয়ার বিরুদ্ধে। যা নিয়ে গোটা দেশেই বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজও হয়ে যায়। এবার ফের সেই মহুয়াকেই কৃষ্ণনগরের প্রার্থী করেছে ঘাসফুল শিবির। জোরকদমে চলছে ভোট প্রচার। অন্যদিকে মহুয়ার পাল্টা কৃষ্ণনগরের রানি মা অমৃতা রায় প্রার্থী করে বড় চমক দিয়েছে বিজেপিও। তিনি জোরকদমে প্রচার করছেন। এখন বিজেপি মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও কমিশনের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয় সেটাই দেখার।

জখম তৃণমূল কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ এপ্রিলঃ প্রচারের ময়দানে এবার রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি। নতুন নজির গড়লেন দিলীপ ঘোষ। গোষ্ঠী কোন্দলে জখম তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে যান দিলীপ। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে গিয়ে ওই কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী। অভিযোগ, গলসিতে শাসক কোন্দলে গত ১০ এপ্রিল জখম হন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী স্বপন মল্লিক। বাড়ি ফেরার পথে তাঁর উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। আজ তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন দিলীপ। তা নিয়েই এখন জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। হাসপাতালের বাইরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভাষায় ক্ষোভও উগড়ে দেন দিলীপ।

সুর চড়িয়ে বলেন, ''সাধারণ গরিব মানুষ কী সর্বদা রাজনীতির বোরে হয়ে থাকবে? টিএমসি'র নেতারা যাকে খুশি মারবে কাটবে শেষ করে দেবে? কেউ কিছু বলতে পারবে না? বললেই তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে! এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে। আজ ওই কর্মীকে দেখে গেলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে থাকব বলেছি। ও যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে সেই প্রার্থনা করব।'' পাল্টা দিয়েছে ঘাসফুল শিবিরও। তৃণমূল মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, ''উনি যেতেই পারেন। দেখতে আসতেই পারেন। উনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। ভোটের বাজারে এখন সিমপ্যাথী কুড়াতে চাইছেন। আমরা পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত আগে চেয়েছি। আমরা বলেছি যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।'' প্রসঙ্গত, স্বপন মল্লিকের বাড়ি মনোহরপুর সুজাপুর গ্রামে। সূত্রের খবর, ইদের উপহার দিতে স্ত্রী রূপা মল্লিক ও এক নাতনিকে নিয়ে মেয়ের বাড়ি শিড়রাই গ্রামে গিয়েছিলেন স্বপন। বাইকে ফিরছিলেন নিজের গ্রামে। পথেই তাঁকে লাঠি, টাঙি দিয়ে বেধড়ক মারা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় উঠে আসছে এলাকার আর এক নেতা ইমদাদুল হক মল্লিকের নাম। তার সঙ্গে স্বপনের পুরনো বিবাদ রয়েছে বলে খবর।

প্যাকেট খুলতেই চোখ কপালে প্রিসাইডিং অফিসারদের, খাবারে কিলবিল করছে পোকা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ এপ্রিলঃ প্রশিক্ষণে প্রিসাইডিং অফিসারদের দেওয়া খাবারে পোকা। অভিযোগ, দেওয়া হল মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবারও। প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। চাঞ্চল্যকর ছবি বাঁকুড়ার খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ে। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে মিড ডে মিলের মান নিয়ে বারেবারে প্রশ্ন ওঠে। মিড ডে মিলের খাবারে পোকা, টিকটিকি মেলার ঘটনাও ঘটে আকছার। কিন্তু নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারদের খাবারেও পোকা? অভিযোগ, দেওয়া হয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবারও। সব খাবারই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। বাঁকুড়া খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে প্রশাসন। খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। বাঁকুড়া জেলায় ভোটগ্রহণ ২৫ মে। তার আগে এখন জেলার বিভিন্ন মহকুমা শহরে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে। এদিন বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা এলাকার প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল খাতড়া কংসাবতী শিশু বিদ্যালয়ে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন প্রায় ৮০০ জন প্রিসাইডিং অফিসার। দুপুরে প্রশিক্ষণের ফাঁকে প্রশাসনের

তরফে টিফিন দেওয়া হয় প্রত্যেককে। টিফিন হাতে পেয়ে অনেকে খেতে শুরু করেন। এরপরই নজরে আসে টিফিনে দেওয়া প্যাটিসের ভেতর কিলবিল করছে পোকা। ওই টিফিনেই থাকা প্যাকেটজাত খাবারের একাংশ মেয়াদ উত্তীর্ণ। এই খাবার খেয়ে কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার অসুস্থও বোধ করতে শুরু করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ওই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রশিক্ষণরত প্রিসাইডিং অফিসাররা। ঘটনার কথা শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন খাতড়ার মহকুমা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। দ্রুত প্রিসাইডিং অফিসারদের বিকল্প খাবারের ব্যাবস্থা করার পাশাপাশি খাবার সরবরাহকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফ আই আর এর নির্দেশ দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রিসাইডিং অফিসারদের দাবি, বরাত পাওয়া সংস্থার কাছ থেকে এক শ্রেণির আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ কাটমানি নেওয়ার ফলেই এমন নিম্ন মানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারী প্রিসাইডিং অফিসাররা। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

দিকে দিকে তৎপরতা বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সব নজর স্ট্রং রুমেই

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ হয়ে গিয়েছে ভোট। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ১২ জন প্রার্থীর পক্ষে একদিন আগে রায়দান করেছে জনতা। সেই রায় ইভিএমে বন্দি হয়েছে। এবার বিভিন্ন ডিসিআরসি সেটার থেকে সেই ইভিএম গুলি আনা হয়েছে জলপাইগুড়িস্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের স্ট্রং রুমে। শনিবার দুপুরে সেখানেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্ট্রং রুম গালা সিল করে দিলেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন। গণনা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের নজরবন্দি থাকবে স্ট্রং রুম। তথ্য বলছে, জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে ভোট পড়েছে ৮৩.৬৯ শতাংশ। শুক্রবার রাতে ভোট পর্ব মিটতেই প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে ইভিএম নিয়ে আসা হয় জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের স্ট্রং রুমে। শনিবার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এবং প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ইভিএম মেশিন সিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক তথা নির্বাচন আধিকারিক শামা পারভিন। জেলাশাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন স্ট্রং রুমের চারপাশে সিসিটিভির নজরদারি থাকছে। থাকছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। স্ট্রংরুম ক্যাম্পাসের বাইরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ। এদিন স্ট্রং রুম সিলের সময় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায়, সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মন, তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের প্রতিনিধি চন্দন ভৌমিক। কমিশনের যাবতীয় আয়োজন খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাঁরা।

অত্যাধিক গরম থেকে রেহাই পেতে স্কুলে-স্কুলে চালু 'ওয়াটার বেল'

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ এপ্রিলঃ প্রবল দাবদাহে পুড়ছে বাঁকুড়ার উত্তর থেকে দক্ষিণ। বেলা দশটা পেরোলেই দহন জ্বালায় জ্বলছে সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই সোমবার থেকে সারা রাজ্যে সরকারি স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে স্কুলে পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কাতেই অভিনব ওয়াটার বেল চালু করেছে বিভিন্ন স্কুল। পড়ুয়াদের শরীর হাইড্রেট রাখতে স্কুল সময়ের নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেওয়া হচ্ছে ওয়াটার বেল। প্রবল গরমের কারণে এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি এগিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। সেই নির্দেশ মেনে সোমবার থেকে সরকারি স্কুলে শুরু হচ্ছে ছুটি। কিন্তু পরীক্ষা থাকায় জেলার বেশ কিছু বেসরকারি স্কুল এখনই রাজ্যের নির্দেশ মানছে না। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় পড়ুয়াদের যাতায়াতের জন্য সকালে স্কুল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তারপরও রেহাই মিলছে কই? সকাল থেকে যেভাবে প্রবল চড়া রোদ থাকছে তাতে যে কোনও সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে পড়ুয়ারা। ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের হাইড্রেট রাখতে বিভিন্ন স্কুলে ওয়াটার বেল চালু করেছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। বাঁকুড়া গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়াদের জল পানের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেওয়া হচ্ছে ঘণ্টা। ঘণ্টা পড়লেই পড়ুয়ারা নিজের নিজের জলের বোতল খুলে জল পান করছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি,গরমে পড়ুয়াদের সুস্থ রাখতে বাধ্য হয়েই এই ওয়াটার বেল চালু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষিকা মাহাত বলেন, ''তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান। ছোট শিশুদের মধ্যে জলের অভার যাতে না হয় সেই কারণে এই ওয়াটার বেল। আসলে অভিভাবকরা চিন্তা করেন আদৌ শিশুরা স্কুলে গেলে জল ঠিক মতো খাবে কি না। সেই কারণে স্কুলে দু'বার বেল বাজানো হচ্ছে। যাতে বাচ্চারা জল খান।''

ফের তপ্ত জলপাইগুড়ি, বিজেপির উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিলঃ প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে এসেছিল অশান্তির ছবি। এবার ভোট শেষ হতেই আবারও অশান্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। একাধিক বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ পিকেট। শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছিল। সিপিএম কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছিল। ব্যাপক ব্যালট লুঠের অভিযোগও সামনে এসেছিল। এবার লোকসভা ভোটের শেষেও যেন দেখা গেল একই প্রতিচ্ছবি। ভোট শেষ হতেই ঝামেলার সূত্রপাত। অভিযোগ, এবার টার্গেট বিজেপি কর্মীরা। সন্ন্যাসী কাটা গ্রামপঞ্চায়েতের ১৮ ১২৬ নম্বর বুথ এলাকায় একাধিক বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বেশ কয়েকজনের ঘর বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রোশন হাবিব। উল্টে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে লাঠিচার্জ, মহিলা ভোটারদের চমকানোর অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বর দাবি, তৃণমূলের সংস্কৃতি এটা। মানুষ সবটাই বুঝে গিয়েছে। জেলাশাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন, কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। অভিযোগ এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবি বেঙ্গল মাদ্রাসার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২০ এপ্রিলঃ বীরভূম জেলার বিভিন্ন সরকার পোষিত মাদ্রাসায় পরিচালন সমিতির অবৈধ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর নিয়োগ বাতিলের প্রেক্ষিতে রামপুরহাট এইচএমবি হাইমাদ্রাসায় সাংবাদিক বৈঠক করলো বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের বীরভূম জেলা শাখা। এই অরাজনৈতিক সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক গোলাম রসুল জানান, তেইশ সালের দুই ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালত আটাত্তরটি মাদ্রাসার পাঁচশ পঁচাত্তর জনের চাকরি অবৈধ বলে ঘোষণা করে। তার মধ্যে বীরভূমের ভেড়ামারি, মেটেকোনা, মাড়গ্রাম সহ মোট পাঁচটি মাদ্রাসার মোট আটত্রিশ জন আছেন। সর্বোচ্চ আদালত একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে তদন্ত করে দেখে যে এই নিয়োগ পুরোপুরি অবৈধ।

Tender ID No(s): 2024_PHED_688460_1 to _16 and 2024_PHED_688461_1 to _5
e-tender is invited for **e-NIT No: 09 & 10 of EE/BOL.M.D of 2024-25** for Sinking of RBTW and other allied works at different block in Birbhum district for accommodation of CAPF icw LSGE 2024. The details can be obtained from the web site **http:\\wbtenders.gov.in** and divisional notice board. BID sub end date and time (Online) : **30.04.2024 at 12.00 Noon**
Sd/- E E /BOL.M.D./PHED

খাওয়া-দাওয়া

কোন সবজি ও ফল খোসাসহ খেলে অনেকগুন পুষ্টি পাবেন, জানতে হলে পড়ুন

নানা কারণেই বেশির ভাগ ফল বা সবজি খোসাসহ খাওয়া হয় না। অথচ প্রতিটি খাবারের খোসাতে কমবেশি পুষ্টি থাকে।
আঁশ বা ফাইবার হলো ফল, সবজি ও শস্যের এমন অংশ, যা হজমে সহায়তা করে। সবজিতে যে পরিমাণ আঁশ থাকে, তার ৩১ শতাংশ পর্যন্ত খোসাতেই পাওয়া যায়। আর এই আঁশ দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদের 'পেট ভরা থাকা'র অনুভূতি দেয়, যা ক্ষুধা কমাতে বা ডায়েটে বিশেষভাবে কার্যকর। ফলে ওজন কমানো সহজ হয়। এ ছাড়া সবজির খোসায় ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে। এগুলো ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন ও আর্থ্রাটিস প্রতিরোধ করে। হজমের জন্যও অত্যন্ত সহায়ক।
খোসা সহ খাওয়া যায় এমন সবজি হলোবেগুন, মুলা, গাজর, চিচিঙ্গা, পটোল, মিষ্টি আলু, টমেটো, শসা, আলু ইত্যাদি। পটোল, চিচিঙ্গা, আলুএগুলো ওপরের চামড়া হালকা করে চেঁছেও খেতে পারেন। আবার পেয়ারা, আপেল, আঙুর, নাশপাতি, জাম, কিউইসহ অনেক ফলও খোসাসহ খাওয়া যায়।
তবে খোসাসহ খেলে খুব ভালোভাবে জলে ধুয়ে নেবেন কিংবা নিরাপদ করে খাবেন। অন্তত ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে খাবেন। ভিজিয়ে রাখার সময় সম্ভব হলে গরম জল ব্যবহার করবেন। কেননা, এতে ময়লা, জীবাণু ও কীটনাশক থাকতে পারে। তা শরীরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাসহ জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।
এ ক্ষেত্রে কীটনাশক দূর করার কিছু উপায় আছে। গবেষণায় দেখা গেছে, খাওয়ার আগে সবজিগুলো ৩০ মিনিট লবণ জলেতে রাখলে খোসায় লেগে থাকা কীটনাশক দূর হয়। এ ছাড়া বেকিং সোডা ২ চা চামচ ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে অতি সহজে কীটনাশক দূর হয়।

কি ভাবে ডাল রান্না করা হলে সাধারণত অ্যাসিডিটি হবে না

আমিষের দারুণ এক উৎস ডাল। ছোলা, মুগ, মসুর, মটরশুঁটি সব কিছুতেই রয়েছে আমিষ। যত ধরনের উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আমিষ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ডাল অন্যতম। দামও মাছ-মাংসের তুলনায় কম, আর পাওয়াও যায় সারা বছর। কাঁঠালের বিচি, শিমের বীজের মতো নানা ধরনের বীজেও আমিষ রয়েছে, যখন যে বীজ পাওয়া যায়, তা-ও রাখুন খাদ্য তালিকায়।
রোজকার পুষ্টির একটি বড় অংশ মিটিয়ে নিতে পারবেন ডাল থেকেই। তবে মনে রাখতে হবে, উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে পাওয়া সব আমিষই অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণির আমিষ। তা আপনি ডালই খান কিংবা বীজজাতীয় খাবার। এর কারণ হলো উদ্ভিজ্জ আমিষে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব কটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। তাই উদ্ভিজ্জ আমিষের সঙ্গে শস্যের মিশ্রণ ঘটাতে পারেন, যাতে আবার ওই অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা ডালে নেই। এভাবে সমন্বয় করলে আপনার প্রয়োজনীয় কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতি হয় না। এই যেমন আপনি খিচুড়ি খেতে পারেন কিংবা খেতে পারেন হালিম। মাংস ছাড়াও যদি হালিম রান্না করেন, তা থেকেও কিন্তু আপনি সব অ্যামিনো অ্যাসিডই পেয়ে যাবেন।
ঘন ডাল বা পাতলা ডালের চেয়ে মাঝারি ঘনত্বের ডাল খাওয়া বেশি ভালো। এটি থেকে আমিষ পাবেন ঠিকঠাক।
চাইলে নানা রকম সবজি বা শাক দিয়েও ডাল রান্না করতে পারেন। স্বাদে ভিন্নতা আসবে। পুষ্টিও পাবেন। ডালের বড়াও করতে পারেন।
২৪ ঘণ্টার খানিকটা বেশি সময় ডাল বা ছোলা ভিজিয়ে রাখলে তা অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরিত অবস্থায় এগুলো সামান্য পরিমাণে কাঁচাও খেতে পারেন। তাতে আমিষের পাশাপাশি মিলবে ভিটামিন সি।
ডাল খেলে কারও কারও অ্যাসিডিটি হয়। ঘণ্টা দেড়েক ডাল ভিজিয়ে রেখে এরপর ভালোভাবে ধুয়ে রান্না করলে অ্যাসিডিটির প্রবণতা কমে। এ ছাড়া মসুর ডালের পরিবর্তে মুগের ডাল বেছে নিতে পারেন। মুগের ডাল ভেজে এরপর রান্না করা হলে সাধারণত অ্যাসিডিটি হবে না।
খেসারির ডাল অতিরিক্ত খাবেন না। এই ডাল রোজ খাওয়া উচিত নয়। এই ডাল ল্যাথিরিজমের কারণ। এই রোগে পা দুর্বল হয়ে পড়ে। রোগী স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন না। তাই মাসে এক-দুই দিনের বেশি খেসারির ডাল খাবেন না, আর পরিমাণে খুব বেশিও নয়।
কিডনির রোগ থাকলে কিংবা ইউরিক অ্যাসিড বাড়তি থাকলে ডাল বা বীজজাতীয় খাবারের বিষয়ে বিধিনিষেধ থাকে। তাই এ ধরনের রোগ থাকলে আপনি কতটা ডাল বা বীজজাতীয় খাবার খেতে পারবেন, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে চলুন।

বিশ্বভারতীতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের দাবি অভিভাবকদের, চিঠি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ এপ্রিল ঃ রাজ্যের প্রকল্প সারা বিশ্বে স্বীকৃত হলেও, কেন্দ্রের মুখে তার সুনাম শোনা যায় না। এবার বিশ্বভারতীর মতো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী প্রকল্প কতটা সমাদৃত তার প্রমাণ মিললো অভিভাবকদের চিঠিতে। উনিশে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পাঠভবন এবং শিক্ষা সত্রে পাঠরত অভিভাবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকের কাছে চিঠি দেন। কারণ, একুশ সাল থেকে তিন বছর এই কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে বঞ্চিত বিশ্বভারতীর পড়ুয়া। সূত্রের খবর, বিজেপির ভাবধারায় অভিষিক্ত তদানীন্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি কেন্দ্র সরকারকে খুশি করতে অমর্ত্য সেন জমি বিতর্ক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে বেনজিরভাবে আক্রমণ করেন।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কান দিয়ে শোনেন। তারপর তদানীন্তন উপাচার্যর আমলে আশ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধের জেরে বিশ্বভারতীকে দেওয়া রাস্তা কেড়ে নেয় রাজ্য। অভিযোগ, সেই সময় থেকে, এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় বিশ্বভারতীর পাঠ ভবন ও শিক্ষা সত্র পড়ুয়াদের। বিশ্বভারতীর এই দুটি ভবনে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। ভোটের মুখে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে পাঠভবন ও শিক্ষা সত্রের কন্যা পড়ুয়াদের অভিভাবকদের কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণের আর্জি আলাদা মাত্রা এনে দিল, বলে ধারণা অভিজ্ঞমহলের। কারণ এই চিঠিতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, এই প্রাকল্পিক সুবিধা কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পেত।

নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবার থেকে আগত কন্যা পড়ুয়ারা এই প্রকল্প থেকে অনেকটাই সুবিধা পাবে। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠভবন, শিক্ষা সত্রর অধ্যক্ষ এবং বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথকে দেওয়া হয়েছে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডে গোপাল লামার সমর্থনে প্রচারে গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, শুক্রবার ছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপ। বিভিন্ন জায়গার সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের তিন জায়গায় হয়েছে নির্বাচনের প্রক্রিয়া। আগামী শুক্রবার রয়েছে দ্বিতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচন, বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি দার্জিলিং লোকসভায়ও নির্বাচন হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং মনোনীত প্রার্থী হলেন গোপাল লামা। সামনে হাতেগোনা কয়েকদিন জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রার্থীর সমর্থনে। এদিন সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব সহ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। শিলিগুড়ি শান্তি মোড় এলাকা থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে।

মনোনয়ন জমা-ই দেবো না, তৃণমূলকে কড়া চ্যালেঞ্জ জগন্নাথ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ এপ্রিল ঃ ক্যালেন্ডারের পাতায় একটা করে তারিখ এগোচ্ছে যতোই ততোই আবহাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপও। রাজনৈতিক ময়দানে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ সব রাজনৈতিক দল। আর নির্বাচনী প্রচারে একে অপরকেও টেক্কা দিতে যেমন চলছে দেওয়াল লিখন, থেকে ব্যানার, দলীয় পতাকা দিয়ে এলাকায় মুরে ফেলার কাজ পাশাপাশি প্রার্থীকে নিয়েও চলছে বিভিন্ন ভাবে প্রচারের কর্মসূচী।

আর শনিবার সকাল থেকেই নবদ্বীপ বিধান সভা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ঝর তুলতে দেখাগেলো রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকারকে। আর এদিনের তার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া দক্ষিনের সভাপতি পার্থসারথি চ্যাট্যার্জি, বুধায়ক বঙ্কিম ঘোষ, ছিলেন বিজেপির একাধিক জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি শহর ও ব্লকের বিভিন্ন নেতৃত্ব। এদিন সকালে মায়াপুর থেকে তার প্রচার বা জনসংযোগ কর্মসূচী শুরু করে। এক সুবিশাল বাইক র্যালি সহকারে মায়াপুর, বামুনপুকুর এলাকায় জনসংযোগ সেড়ে মহেশগঞ্জ এলাকায় মর্ধাহ্ন ভোজন সারেন। এর পর পুনরায় সুসজ্জিত বাইক র্যালির মাধ্যমে স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ, সি এম সি বি, হয়ে গৌরাঙ্গ সেতু পার হয়ে নবদ্বীপ শহরের, কোলপরডাঙ্গা, মনিপুর রাধাবাজার, পোড়ামাতলা, বড়োশিবতলা, হয়ে নবদ্বীপের গ্রামীণ এলাকা বাবলারি হয়ে প্রাচীনমায়াপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ করে।

আর এদিন নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ ঘাট সংগ্লগ্ন এলাকায় একটি পথসভার আয়োজন করে বিজেপির তরফে, সেখানেই বক্তব্যে জগন্নাথ সরকার বিগত পাঁচ বছরে তার এম পি ফান্ডের টাকায় কোন কোন এলাকার জন্য কি কি কাজ করেছেন, ও নবদ্বীপের জন্যই বা কি কাজ করেছেন তার ক্ষতিয়ান তুলে ধরেন। সেখানেই বক্তব্য দিতে গিয়ে তৃণমূলকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, বিগত পাঁচ বছরে তিনি যা কাজ করেছেন এ রাজ্যে তৃনমূলের কোন এম পি যদি করে থাকেন, তাহলে তিনি তার মনোনয়ন জমাই দেবেন না, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন তৃনমুল শুধু চুরি করতে আর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে জানে,। স্বরূপ গঞ্জ বা নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেল নিয়ে এদিনও তিনি দাবী করেন অনুমতি হয়ে আছে রেল দপ্তরের, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই পরের দিন থেকেই কাজ শুরু হবে।

জগন্নাথ সরকার আরও বলেন করোনার কারনে, টাকার সমস্যা হয়েছিল, না হলে এলাকার উন্নয়নের জন্য আরও কাজ করা যেত। এদিনে জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে দিনভর প্রচার কর্মসূচীতে কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। সব মিলিয়ে একাধারে জগন্নাথ সরকারের বিরুদ্ধে এলাকায় কোন কাজ না করার বা এলাকার অনুন্নয়নের যে অভিযোগ তুলে প্রচারে ঝাপাতে দেখা গেছে এদিন নবদ্বীপের জনসংযোগ কর্মসূচী থেকে তার সব কিছুর জবাবে প্রকাশ্যে তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া কিছটা হলেও বিজেপি কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে তা বলাই বাহুল্য।

আগুনে ছাই ১১টি দোকান

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২০ এপ্রিলঃ শুক্রবার রাতে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে হলদিয়ার দুর্গাচক সুপার মার্কেট লাগোয়া ফুটপাতের ১০-১১টি দোকান। ধূপের ফুলকি ওই আগুনের উৎস বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ধূপের ফুলকি থেকে একটি খাবার দোকানের গ্যাস সিলিন্ডারে প্রথমে আগুন লাগে। পর পর দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় এবং মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকানদাররা। এক ফুল ব্যবসায়ীর তিন লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ফুটপাতের ওই দোকানদাররা কার্যত নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন বলে জানান।

বিজ্ঞপ্তি

তেঁতুলিয়া, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৪ নিবাসী **ননী গোপাল দাস** ও **বাসুদেব দাস**, পিতা-ঁপ্রেম রঞ্জন দাস, উভয়ে ইং ১৭/০৭/২০২৩ তারিখে হুগলীর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৬৬২০/'২৩ নং আমমোক্তারনামা মূলে আমাকে নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করায় আমি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি ও বিক্রয় করিতেছি। উক্ত আমমোক্তারনামায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবরণ যথা জেলা- হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ৯৭, মৌজা চাঁদড়া, ২৫৬, ৩৬৬ নং খতিয়ানের সাঃ ৭৩০, হাল ৯৫২ নং দাগে ১১.৫০ শতক হইতেছে।
উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিন মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি-
মালেক আলী মন্ডল,
পিতা- রসিদ আলী মন্ডল, সাং- ক্ষত্রিয় নগর খালপাড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৪।
তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট), হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীপতিপুর, ইলিপুর, হরিপাল, হুগলী, পিন- ৭১২৪০৭ নিবাসী, **হারাধন পাল,** পিতা- ঁদেবেন্দ্র নাথ পাল ও **মনীষা পাল,** স্বামী- হারাধন পাল, উভয়ে ইং ০২/০৫/২০১৬ তারিখে হুগলীর ডি. এস. আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৩৭/'১৬ নং আমমোক্তারনামা মূলে আমাদের নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি ও বিক্রয় করিতেছি। উক্ত আমমোক্তারনামায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবরণ যথা জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, জে. এল. নং- ১০১, মৌজা শ্রীপুর, ৩২১৩, ৩২১৪, ৩৫৭৪, ৩৫৭৫ খতিয়ানের সাঃ ১৬৬০, হাল ২৩৭৭ নং দাগ ও সাঃ ১৬৬৩, হাল ২৩৮৯ নং দাগের মোট ২ একর ৭৩ শতক হইতেছে।
উক্ত বিষয়ে এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে ৩০ দিন মধ্যে যথাস্থানে আপত্তি জানাইতে হইবে।

ইতি
প্রতাপ চন্দ্র নন্দী, সাং- শ্রীপুর, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৪।
গৌতম সরকার, পিতা- তুষার কান্তি সরকার, সাং- কামালপুর, বলাগড়, হুগলী, ৭১২৫১৫
তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট), হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

Name Change
I BIMAL SAHA, S/O- KALI BUSAN SAHA, R/O- A1/12 SHANTA ABASAN HELABATTALA, PO-HATIARA, BIDHANNAGAR, PIN-700157, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL CHANDRA SAHA-VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024, THAT BIMAL SAHA AND BIMAL CHANDRA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MADHAV JOLLY, S/O- DHRUV RAJ MOHAN JOLLY, R/O- 4A, AUCKLAND SQUARE, JASSAL HOUSE, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHAV MOHAN JOLLY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/04/2024, THAT MADHAV JOLLY AND MADHAV MOHAN JOLLY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DHRUV JOLLY, S/O- RAJ MOHAN JOLLY,R/O- 8/2A, ALIPORE PARK ROAD, SONALI APPT,PS- ALIPORE, KOLKATA-700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHRUV RAJ MOHAN JOLLY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/04/2024, THAT DHRUV JOLLY AND DHRUV RAJ MOHAN JOLLY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Kumar Arambhik Ghosh (পুরাতন নাম) পিতা Mrinal Kanti Ghosh, ঠিকানা-94, Ramkrishna Pally, P.O.- Mukundapur, P.S.- Purba Jadavpur, Kolkata- 700099, West Bengal, India, Ld. 1st Class ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুরে, Dated 21.01.2004 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arambhik Ghosh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arambhik Ghosh (নতুন নাম) এবং Kumar Arambhik Ghosh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SHANKAR ROY,SON OF GOURI SANKAR ROY RESIDING AT KUMAR PARA,N V F GATE, BAG STATION ROAD, BIZPUR, HALISAHAR, NORTH 24 PARGANAS-743145, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEB SANKAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/04/2024.THAT SHANKAR ROY AND DEB SANKAR ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DEBAJYOTI PAL CHOUDHURI, SON OF MANIL PAL CHOWDHURY, RESIDING AT I-33, BAGHAJATIN PALLY, PO-REGENT ESTATE, PS-NETAJI NAGAR, KOLKATA - 700092, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEB CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024.THAT DEBAJYOTI PAL CHOUDHURI AND DEB CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PANKAJ KUMAR SINGH, S/O-SHRIDHAR PRASAD SINGH, R/O-HIG:- 16, 3RD FL.NIVA PARK PHASE 3 BRAHMAPUR, KOLKATA, PIN-700096, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PANKAJ SINGH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024, THAT PANKAJ KUMAR SINGH AND PANKAJ SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRADIP CHOWDHURY, S/O- AMULAYA RANJAN CHOWDHURY, R/O- 38 DAKSHINAYAN SODEPUR PANIHITI,BARRACKPORE,PIN-700110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR CHOWDHURY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/04/2024, THAT PRADIP CHOWDHURY AND PRADIP KUMAR CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,LAKSHMI NARAYAN CHATTERJEE, S/O LATE DELIP KUMAR CHATTERJEE, R/O KATNY BHAWAN, NEAR KALI MELA SCHOOL, PRATAP BAGAN, PO-BANKURA, PS-BANKURA, DIST-BANKURA, PIN-722101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAXMI NARAYAN CHATTERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT LAKSHMI NARAYAN CHATTERJEE AND LAXMI NARAYAN CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, BIBEK KUMAR AGRAWAL & BIBEK AGRAWAL, S/O BISWANATH AGRAWAL, R/O P/1/3, C I T SCHEME -VII, ANANTMANI COMPLEX, FLAT NO 26GB, ULTADANGA, PO-MANICKTALA,PS-MANICKTALA, KOLKATA -700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIBEK AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT BIBEK KUMAR AGRAWAL & BIBEK AGRAWAL AND BIBEK AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sandeep Bubna (old name) S/O Govind Prasad Bubna, residing at 188A/15, Manicktala Main Road, P.O.- Kankurgachi, Kolkata, 700054, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sandeep kumar bubna (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Sandeep kumar bubna (new name) and Sandeep Bubna (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Rafiqul Islam (old name) S/O Sahidboks Mondal, residing at Vill-Khaspur, P.O.- Ramchandrapur, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743247, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rafikul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Rafikul Islam (new name) and Md Rafiqul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Ashraf Ali (old name) S/O Md Isha, residing at 71/H/4, Dr. Sudhir Basu Road, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Ashraf (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Md Ashraf (new name) and Md Ashraf Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sushil Bhakta (old name) S/O Sachindranath Bhakta, residing at Vill- Dharendrapur, P.O.- Purba Nowapara, P.S.- Dhantala, Dist- Nadia, Pin-741501, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sushil Kumar Bhakta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Sushil Kumar Bhakta (new name) and Sushil Bhakta (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Abul Fayej (old name) S/O Abul Kasem Mondal, residing at Vill-Gosaipur, P.O.- Karua Chandpur, P.S.- Deganga, Dist- North 24 Pgs, Pin-743423, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abul Fayez Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Abul Fayez Mondal (new name) and Md Abul Fayej (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Hossain Musaraf (old name) S/O Mohammed Fazal Haque, residing at 38A, Kabitirtha Sarani, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammed Musaraf Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Mohammed Musaraf Hossain (new name) and Hossain Musaraf (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sanaton Mondal (old name) S/O Nimchand Mondal, residing at Bangshinagar, P.O.- Bagula, P.S.- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin-741502, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sonatan Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Sonatan Mondal (new name) and Sanaton Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sanjoy Agarwal (old name) S/O Shubh Karan Agarwal, residing at Vill- Lutunia, P. S.- Sabong, Dist-West Medinipur, Pin- 721166, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjay Kumar Agarwaala (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Sanjay Kumar Agarwaala (new name) and Sanjoy Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Kesto Das (old name) S/O Gopal Chandra Das, residing at Boinchipota, P.o.- Anandanagar, P.S.- Singur, Pin- 712409, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Krishna Chandra Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Krishna Chandra Das (new name) and Kesto Das (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Qamar Mohammed Raquib S/O Mohammed Quamruddin declare that my daughter said name Inaaya Qamar Mohammed Raquib (old name), residing at R-94, S A Farooque Road, VTC: Garden Reach, P.O.- Garden Reach, Kolkata-700024, West Bengal, India, have changed my daughter name to (shall henceforth be known as) Inaaya Qamar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Inaaya Qamar (new name) and Inaaya Qamar Mohammed Raquib (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ganesh Patra (old name) S/O Late Narandra Patra, residing at 642/A, Ostad Amir Khan Sarani, Haridevpur, Kolkata, Pin- 700082, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ganesh Chandra Patra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Ganesh Chandra Patra (new name) and Ganesh Patra (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Bechu (old name) S/O SK Pachu, residing at 55/H, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road. Kolkata-700046, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Bechu (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Sk Bechu (new name) and Bechu (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Priya Biswas (old name) W/O Ganesh Mondal, residing at Village & Post - Dharmatala Panchuria, P.S.- Kolkata Lether Complex, Kolkata- 743502, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Priya Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Priya Mondal (new name) and Priya Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohammad Asrafuddin Seikh (old name) S/O Abdul Samad Seikh, residing at Vill- Bahadurpur, P.O.- Paschim Chamni, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Asrafuddin Sk (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/04/2024. Asrafuddin Sk (new name) and Mohammad Asrafuddin Seikh (old name) both are same identical person.

Name Change
I SUBRATA PANJA, S/O PRABIR KUMAR PANJA, R/O VILL+PO DINGAKHOLA, SHYAMPUR, HOWRAH - 711314, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBRATA KUMAR PANJA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT SUBRATA PANJA AND SUBRATA KUMAR PANJA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I CHAYAN KUMAR PANJA, S/O SUBRATA KUMAR PANJA, R/O VILL+PO DINGAKHOLA, SHYAMPUR, HOWRAH -711314, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAYAN PANJA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT CHAYAN KUMAR PANJA AND CHAYAN PANJA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AKRAM MISTRY, S/O ABDUL HANNAN MISTRY, R/O VILL+PO DOSOTINA, PS BISHNUPUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKRAM ALI MISTRY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/04/2024, THAT AKRAM MISTRY AND AKRAM ALI MISTRY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SHAJAHAN, son of late Abdul Hamid, residing at 18/H/4, M.M.Ali Road, P.S. Ekbalpore, Kolkata-700023 have been wrongly mentioned as SAHAJAHAN and SHAHJAHAN AHMED in some of the documents of my daughter ZEENAT JAHAN as per declared before the first class judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no. 13896 dated 02.03.2024. SHAJAHAN and SAHAJAHAN and SHAJAHAN AHMED are same and identical persons.

Name Change
I, ANJAN KUMAR CHOWDHURY S/O SUNIL KUMAR CHOWDHURY resident of 62/A, Italgacha Road, Dumdum (M), Kolkata-700028, Dist-North 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ANJAN KUMAR CHOWDHURY instead of ANJAN CHOWDHURY which is wrongly recorded in my LIC Policy (No. 424641181), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 12/02/2021. ANJAN CHOWDHURY and ANJAN KUMAR CHOWDHURY both are same and one identical person.

মুখ্যমন্ত্রীর অশালীন বক্তব্য ও শিখা চ্যাটার্জির উপর হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়ির সফদর হাসমি চকে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের। উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু ও পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ দলের অন্যান্য কর্মীরা।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ফের গ্যাস লিক, অসুস্থ পাঁচ ইস্পাত কর্মী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ফের গ্যাস লিক। অসুস্থ পাঁচ ইস্পাত কর্মী। ভর্তি করা হল দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে। ব্যাপক আতঙ্ক ইস্পাত কারখানার জুড়ে। শুক্রবার রাতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেস বিভাগে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বের হতে থাকে। তীব্র ঝাঁজে কর্মরত দুজন স্থায়ী পরিমল মন্ডল, সুনীল হাজরা ও তিনজন অস্থায়ী শ্রমিক বিকাশ কাপারি, টৌটন খাওয়াস ও নুর আলম জামাদার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে নিয়ে হয় দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে (মেন হাসপাতাল) ভর্তি করে। সকলকেই অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসা চলছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে টক টু মেয়র বন্ধ করে দিলেন গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতে মাঝ পথে টক টু মেয়রবন্ধ করে দিলেন মেয়র,এছাড়াও গতকাল দিনভর বিধায়ীকার দাপাদাপি নির্বাচন বিধি উলঙ্ঘন এর দাবি তোলেন গৌতম দেব। ৭৬ তম টক টু মেয়র নির্বাচন বিধিনিষেধের আয়ত্তে পরে বন্ধ হয় গেল মাঝ পথে। নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতির ভিত্তিতে চলছিল টক টু মেয়র অনুষ্ঠান। সেই মোতন শনিবার অনেক ফোনের মধ্যদিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানের কথা জানান মেয়র।মাঝ পথে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁর ফোনে ম্যাসেজ আসে এখুনি টক টু মেয়র বন্ধ করার। এই মতে বন্ধ করে দেন মেয়রের অনুষ্ঠানে। পরে সাংবাদিকদের মেয়র জানান সব অনুমতি নিয়েই এই অনুষ্ঠান চলছিল যেহেতু নির্বাচন চলছে এবং তার ঘেরা টোপের মধ্যে সব কাজ করতে হবে।তাই তাদের নির্দেশ মতে মাঝ পথে অনুষ্ঠান বন্ধ কর দিয়েছেন তিনি।এছা।ও গতকাল ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ীকা শিখা চ্যাট্যার্জি যে ভাবে ইচ্ছায়কৃত ভাবে এবং প্রচার পাবার লক্ষ্যে দিনভর নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ উলঙ্ঘন করে বেআইনি কাজ করেছেন।তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ কেন নেওয়া হোল না সেই ব্যাপারে কমিশনের দ্বারস্থ হবেন ।

ফুলবাড়িতে জিনিসপত্র চুরি করে পালালো চোরের দল

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ রীতিমতো ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র চুরি করে পালালো চোরের দল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাঞ্চন বাড়িতে।। চুরির ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে। শনিবার সকাল হতেই এলাকার এক এক বাড়ি থেকে চুরির খবর সামনে আসে। তাতে দেখা যায় এলাকার তিনটি বাড়িতে হানা দিয়েছিল চোরের দল। চুরি যায় টাকা-পয়সা ও জলের পাম্প সেট ও মোবাইল ফোন। এদিন প্রথমেই চুরির ঘটনা সামনে আসে দেবী চরণ বর্মনের বাড়িতে। চুরি হয নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন। দ্বিতীয় চুরির ঘটনা ঘটে শান্তনু কর্মকারের বাড়িতে। চুরি যায় জলের পামসেট একটি নতুন সাইকেল ও লোহা তৈরীর মেশিনের প্লেট। আনুমানিক আট-দশ হাজার টাকা জিনিস নিয়ে যায় চোরের দল। এরপর তৃতীয় চুরির ঘটনার খবর আসে এলাকার বাসিন্দ সহদেব রায়ের ভাড়া বাড়ি থেকে। সেখান থেকে চুরি যায় দুটি মোবাইল ফোন। তার বাড়িতে এলাকার কারখানায় কাজ করা শ্রমিকেরা ভাড়া থাকতেন। এদিকে চুরির খবর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকেও শুরু হয়েছে তদন্ত। গত মাস খানেক আগে ফুলবাড়ীতে একই কায়দায় পরপর ৬টি বাড়ীতে হানা দিয়েছিল দুস্কৃতীরা, লুটপাট চালিয়েছিল, তারপরেই কিন্তু আজ আবারোও চুরির ঘটনা সামনে এসেছে।।

তীব্র দাবদাহ থেকে পুলিশ আধিকারিকদের বাঁচতে হাওড়া সিটি পুলিশের পদক্ষেপ, বিশেষ কিট প্রদান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ ওআর এস থেকে সানগ্লাস হয়ে ব। ছাতা, তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচতে হাও।। ট্রাফিক পুলিশের একাধিক আধিকারিকদের জন্য হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে। বিশেষ কিট উপহার দেওয়া হল। বৈশাখের শুরুতেই জেলায় জেলায় তীব্র দাবদাহ চলছে। এরইমধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে দাবদাহের সতর্কতা জারি করেছে। যদিও এই প্রচন্ড উত্তাপের মধ্যেই নিজেদের ডিউটি করে চলেছেন ট্রাফিক পুলিশরা। তাঁদের জন্য এবার বিশেষ কিট প্রদান করল হাওড়া সিটি পুলিশ। উত্তরবঙ্গের ছবিটা খানিকটা স্বস্তিদায়ক হলেও প্রচন্ড দাবদাহে গোটা দক্ষিণবঙ্গ পুড়ছে। একফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। এরই মধ্যে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশদের। ডিউটি চলাকালীন যাতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা অসুস্থ হয়ে না পড়েন তার জন্য হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রাফিক বিভাগের সমস্ত কর্মীদের একটি করে কিট দেওয়া হল।

ওই কিটে গ্লুকোজ প্যাকেট, ওআরএস প্যাকেট, বড় ছাতা ,সানগ্লাস, জলের বোতল, তোয়ালে ইত্যাদি দেওয়া হযেছে। শনিবার সকালে হাওড়া কোনা ট্রাফিক গার্ডের অফিসের সামনে একটি অনুষ্ঠানে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠী ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে ওই কিট তুলে দেন। যদিও শনিবারের এই অনুষ্ঠানে ভোটের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চান নি হাওড়া সিটি পুলিশের নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি। তিনি বলেন,' এখনও নির্বাচন দেরি আছে, আর কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সহ রুট মার্চ চলছে। যদিও মত কত বাহিনী আসবে, কি ভাবে তাদের ব্যবহার হবে সেটা প্রকাশ্যে বলা যায় না, এটা কৌশলগত বিষয়। আজকে যে কারণে আমি এসেছি সেটা ছাড়া অন্য বিষয়ে বলবো না।'

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে নিম্নোক্ত সময়সূচী অনুযায়ী সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৮৮৪৫০৮৮৪৬ সাঁতরাগাছি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-সাঁতরাগাছি সামার স্পেশাল০৮৮৪৫ সাঁতরাগাছি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে প্রতি শুক্রবার ২৬.০৪.২০২৪ থেকে ২৮.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ১৯.০০ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিনে ০২.০০ ঘটিকায় এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮৮৪৬ SMVT বেঙ্গালুরু-সাঁতরাগাছি স্পেশাল SMVT বেঙ্গালুরু থেকে প্রতি রবিবার ২৮.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ০৩.১৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ১০.৪৫ টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ থাকবে খড়গপুর এবং বালেশ্বরে এসইআর

এখতিযারে।০৮১০৩০৮১০৪ টাটানগর - বারাণসী - টাটানগর সামার স্পেশাল০৮১০৩ টাটানগর-বারাণসী স্পেশাল প্রতি বৃহস্পতিবার ২৫.০৪.২০২৪ থেকে ২৭.০৬.২০২৪ পর্যন্ত ২১.০৫ ঘটিকায় টাটানগর ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন ০৮.০০ টায় বারাণসী পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮১০৪ বারাণসী-টাটানগর স্পেশাল প্রতি শুক্রবার ২৬.০৪.২০২৪ থেকে ২৮.০৬.২০২৪ পর্যন্ত বারাণসী থেকে ৯.৩০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২২.৩০ টায় টাটানগর পৌঁছবে।স্পেশাল ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে পুরুলিয়া এবং এসইআর এখতিয়ারের বোকারো স্টিল সিটিতে।

মমিনপুর-এসপ্ল্যানেড পার্পল লাইনের স্ট্রেচ নির্মাণের কাজ শুরু

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডোর (পার্পল লাইন) এর ভূগর্ভস্থ মমিনপুর-এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচের নির্মাণ কাজ শুরু হযেছে। এই স্ট্রেচটি নির্মাণের জন্য, টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) ব্যবহার করা হবে। খিদ্দেরপুর থেকে ভিক্টোরিযা স্টেশন পর্যন্ত প্রথম প্রসারিত টানেল করার জন্য, টিবিএম খিদ্দেরপুরের সেন্ট টমাস স্কুলের প্রাঙ্গণ থেকে কাজ শুরু করবে। এর জন্য, একটি লঞ্চিং শ্যাফ্‌ট প্রয়োজন যার নির্মাণ কাজ বর্তমানে সেন্ট টমাস স্কুলে চলছে। এই কাজটি সম্পন্ন হলে, টিবিএম ভূগর্ভস্থ টানেলগুলি ঢেলে দেওয়ার কাজ শুরু করবে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, কার্যকরী সংস্থা ইতিমধ্যেই ভিক্টোরিযা স্টেশনের সাইটে ২৮টি গাছের পরিবর্তে জোকা মেট্রো রেলওযে ডিপোতে ১৪৫টি নতুন গাছ লাগানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। আরভিএনএল ইতিমধ্যে জোকা ডিপোতে এই গাছগুলি রোপণ করেছে। বর্তমানে এই ২৮টি গাছ প্রতিস্থাপনের জন্য এই সংস্থাটি বন বিভাগের এনওসির অপেক্ষায় রযেছে। খুব শীঘ্রই এই এনওসি পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রসারিত পার্ক স্ট্রিট স্টেশন নির্মাণের জন্য, কলকাতা

পুলিশ ক্লাব, ক্যালকাটা কেনেল ক্লাব এবং রাজস্থান ক্লাবকে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ অঞ্চলের বাইরে স্থানান্তরিত করা হবে। নির্মাণকালীন সময়ে এই ক্লাবগুলির স্বাভাবিক পরিচালনার জন্য, সংলগ্ন খালি জমিতে পোর্টা-টাইপ কন্টেইনার সরবরাহ করা হবে। পার্ক স্ট্রিটের সংলগ্ন খালি জমিতে ইতিমধ্যে এমন পাঁচটি কন্টেইনার স্থাপন করা হযেছে। বাকি কন্টেইনার শীঘ্রই ইনস্টল করা হবে. এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন নির্মাণের জন্য, কলকাতা মাউন্টেড পুলিশ প্যাডককে অস্থাযীভাবে সাহেদ মিনার মযদানে স্থানান্তরিত করা হবে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি সনদ পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত এসপ্ল্যানেড স্টেশন নির্মাণের জন্য, এসপ্ল্যানেডের মনোহরদাস তারাগকে কাটা এবং কভার পদ্ধতির সাহায্যে এর নীচে টানেল নির্মাণের পথ প্রশস্ত করার জন্য পানি নিষ্কাশন করা হবে। নির্মাণ শেষ হলে, কলকাতার এই বিখ্যাত জলাশয়ট পুনঃস্থাপন করা হবে। পাবলিক ওযার্ক ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য আরভিএনএল-এর কাছে এই ওয়াটার বডি হস্তান্তর করেছে।

বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ধুপগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ রাত বাড়তেই আবারও বদলে যাচ্ছে শান্ত জেলা হিসাবে পরিচিত জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ির বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।অভিযোগ, এসি ১৫১৬৮ নং বুথে বিজেপি পোলিং এজেন্ট দেওয়ায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতেই বিজেপি কর্মীর উপর চড়াও হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সহ আরও বেশ কয়েকজন। আহতকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনায় অস্বীকার তৃণমূলের।

জলপাইগুড়ি মৌলানি বাজারে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো জলপাইগুড়ি মৌলানি বাজারে। জানা গেছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক বারোটা জলপাইগুড়ি মৌলানীর এই বাজারে থাকা একটি দোকান থেকে আগুন বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশও। দমকল আসার আগেই বাজারের দু- থেকে তিনটি দোকান পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

নিরাপত্তার চাদরে মোড়া স্ট্রং রুম

দুরন্ত বার্তা, ধুপগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ তিন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের ভাগ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের স্ট্রং রুমে। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রং রুম। জলপাইগুড়ি ৭ টি বিধানসভার ভোট সম্পন্ন হওয়ার পর সমস্ত প্রার্থীদের ভাগ্য বর্তমানে এই স্টং রুমে রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর করা নিরাপত্তায় চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে জলপাইগুড়ি এই স্ট্রংরুম। শনিবার স্ট্রংরুম খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। রযেছে জেলাশাসক সহ আধিকারিকরাও।

কাঁকুড়গাছিতে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ৩. দুই পথ শিশুকে ধাক্কা মেরে ল্টে যায় গাড়ি. আহত হয় গাড়ির চালক. গাড়ি টি কাঁকুড়গাছি দিক থেকে আসছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর. ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায় । যে গাড়িটি ধাক্কা মেরেছিল সেই গাড়িটি ভাঙচুর করে স্থানীয় বাসিন্দরা। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্থানীয় পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

কাটিহারে জনসমাবেশে ভাষণ দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কাটিহার, ২০ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২১ এপ্রিল, রবিবার কাটিহারের রাজেঃদ্র স্টেডিয়ামে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেবেন। কাটিহারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিহার সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে শনিবার কাটিহারে পৌঁছন সমাবেশের প্রস্তুতির খতিয়ে দেখতে। অমিত শাহের কাটিহার সফর প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বিহার রাজ্য সহ গোটা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢেউ চলছে। বিহারে প্রথম দফায় ভোটের হার কমে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের কারণে ভোটের হার কিছুটা কমেছে। তাসত্ত্বেও, এইবার মানুষ এনডিএ-কে ৪০০-এর বেশি লোকসভা আসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সৌরভ ভরদ্বাজের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে ফের একবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, এবার গুরুতর অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেতা তথা দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। শনিবার দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ অভিযোগ করেছেন, অরবিঃদ কেজরিওয়ালকে হত্যার ষ।যন্ত্র করা হচ্ছে! সৌরভ বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ২০-২২ বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন। তিনি ১২ বছর ধরে ইনসুলিন নিচ্ছেন। একজন রোগী একবার ইনসুলিন নিলে তার সুগার শুধুমাত্র ইনসুলিন দিয়েই নিযন্ত্রণ করা যায়।

সরকারের সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার ঃ প্রধানমন্ত্রী

চিক্কাবাল্লাপুর, ২০ এপ্রিল ঃ মোদী সরকারের সবচেয়ে. বেশি সুবিধাভোগী হল এসসি, এসটি ও ওবিসি পরিবার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আগের সরকারগুলিতে এসসি, এসটি এবং ওবিসি পরিবারগুলিকে ঝুপড়িতে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের বিদ্যুৎ এবং জলের প্রাপ্যতা ছিল না। তারা সরকার থেকে সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল। মোদীর গ্যারান্টি র কারণে মোদী সরকারের প্রতি আপনাদের হারানো বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। শনিবার কর্ণাটকের চিক্কাবাল্লাপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কর্ণাটকে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা আমাদের অগ্রাধিকার। গত ১০ বছরে কর্ণাটকে জাতীয় সড়কের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৪৯ হযেছে! এছাড়াও, এই অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এনডিএ সরকার সমবায় আন্দোলনের পরিধি বাড়াচ্ছে। এছাড়াও, আমরা সারা বিশ্বের বাজারে বাজরা নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এই পদক্ষেপটি চিক্কাবাল্লাপুর এবং কোলারের কৃষকদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে... এটি আমাদের কৃষকদের তাদের জন্য আয়-উপাদনের সুযোগ বাড়িয়ে ক্ষমতায়ন করবে। মোদী বলেছেন, প্রথম পর্যায়ের ভোটে উৎসাহ বেড়েছে দেশে এবং আমি এখানেও এই উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম দফায় ভোট হযেছে এনডিএ ও বিকশিত ভারত-এর পক্ষে।

কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় বাইসনের হানা, জখম ৪

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ২০ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ব্লকে হানা দিল বাইসন। শনিবার সকালে বাইসনের হানায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েমাথাভাঙ্গা শহরে। শনিবার সকালে পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাইসনটিকে প্রথম নজরে আসে স্থানীয়দের। ভি। জমতেই সেটি চলে যায় মধ্যবাইশগুড়ি এলাকায়। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বাইসনটি পৌঁছায় বড় কাউয়ারডারা এলাকায়। আর সেখানেই শুরু করে তাণ্ডব। এদিন বুনোর গুঁতোয় জখম হন মধ্যবাইশগুড়ি এলাকার চার গ্রামবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা বনদফতরের কর্মীরা। সেখানে পৌঁছে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় বনকর্মীরা বাইসনটিকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করে। পরে সেটিকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেন তাঁরা। এদিন বুনোর হামলায় জখমরা হলেন অর্চনা সূত্রধর, ঊষারানী ভদ্র, মল্লিকা বিশ্বাস ও গৌতম বিশ্বাস। তাঁদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিসাধীন। বনদফতরের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সুব্রত দাস জানান, সকাল ৬টা থেকে আমরা বাইসনটির গতিবিধির উপর রাখছিলাম। এরপর প্রায সাড়ে ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয। তারপর আর্থ মুভার দিয়ে সেটিক উদ্ধার করে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জখমরা সকলেই সরকারি সাহায্য পাবেন।

মালদায় ভোট প্রচারে নামলেন বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ ভোট প্রচারে নামলেন পাকুয়াহাট শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে বিজেপি প্রার্থী খগেন মূর্ম। বামনগোলা ব্লকে পাকুয়াহাট এলাকার রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলে। বিজেপির প্রার্থী খগেন মুর্মু একদিন তিনি বামনগোলা ব্লকে পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয়ে আসে সেখান থেকে পুজো দিয়ে পাকুয়াহাট অঞ্চল জগদ্দলা ও চাঁদপুর অঞ্চলে ভোট প্রচার করেন। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যান বিজেপিকে ভোট দেওয়া আবেদন করে এদিন সাথে ছিলে হবিবপুর বিধান সভার বিধায়ক জুয়েল মুমু, সহ বামনগোলা ব্লকের বিজেপির কর্মীরা।

এদিন বিধান মার্কেটে তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার প্রচার এদিন গোপাল আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী এবং SJDA এর চেয়ারম্যান। এদিন বিধান মার্কেটের প্রচার শুরু করার আগে রাধা কৃষ্ণ জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিয়ে মার্কেট চত্বরে জোর কদমে প্রচার চালান দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা।

জলপাইগুড়ি থেকে ইসলামপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করার পরে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীরা ইসলামপুরে চলে গেছে। জলপাইগুড়ি। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ধাপে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ১০২টি আসন নিয়ে নির্বাচন শেষ হয়েছে। প্রথম রাউন্ডের পরে, দ্বিতীয় দফার ভোটের দায়িত্বে শনিবার জলপাইগুড়ি থেকে ইসলামপুরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীরা। প্রথম দফার ভোট শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শনিবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীরা জলপাইগুড়ি থেকে চলে যান। তথ্য অনুযায়ী, তিনি ইসলামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, যেখানে দ্বিতীয় ধাপের ভোট হচ্ছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রাবাস থেকে বেরিয়ে আসার সময় কেন্দ্রীয় সেনা মুখপাত্র জানান, জলপাইগুড়িতে ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বাকি ভোট পর্বও ভালো হবে বলে তিনি আশাবাদী বলেও জানান। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পর্কে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শামা পারভীন শনিবার বলেছিলেন যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুটি সংস্থা জলপাইগুড়িতে উপস্থিত থাকবে। একটি কোম্পানি স্ট্রংরুমে ডিউটি করবে এবং অন্য কোম্পানি বাইরে প্রস্তুত থাকবে। জেলাশাসক ও রিটার্নিং আধিকারিক জানিয়েছেন, জলপাইগুড়িতে সার্বিক ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

ওড়িশায় নৌকাডুবির ঘটনায় শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও উপ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া জেলার মহানদীর নৌকা দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার এক্স-এ পোস্ট করে দু ঃখ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এটা জেনে খুবই দু ঃখিত হয়েছি যে শনিবার ওড়িশার ঝাড়সুগুড়ায় মহানদীতে নৌকা উল্টে কিছু যাত্রীর অকালে প্রাণ চলে গিয়েছে। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক সেই কামনাই করছি। উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া জেলার মহানদীতে নৌকাডুবির মর্মান্তিক ঘটনায় আমি গভীরভাবে দু ঃখিত। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি। উল্লেখ্য, শুক্রবার ওড়িশার ঝাড়সুগুড়া জেলায় মহানদীতে নৌকা উল্টে এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতরা সকলেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা।

নাটকের যবনিকা, কথিত অপহরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মুক্ত ডিমা হাসাওয়ের প্রসেনজিৎ নাইডিং

হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল ঃ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কথিত অপহরণ নাটকের যবনিকা প।ছে। বিজেপি নেতা তথা উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মনজি নাইডিঙের ছোট ভাই কথিত অপহৃত প্রসেনজি নাইডিংকে মুক্তি দিয়েছে সন্দেহভাজন ইউনাইটেড ডিমাসা লিবারেশন আর্মি সংক্ষেপে ইউডিএলএ জঙ্গিরা। শুক্রবার রাত ৮-টা নাগাদ লামডিং ও মান্দারডিসার মধ্যবর্তী রিজার্ভ ফরেস্টে জঙ্গিরা নাইডিংকে মুক্ত করে দেয়। এর পর ডিমা হাসাও পুলিশ ওই জঙ্গল থেক প্রসেনজিকে উদ্ধার করেছে। আজ শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার এ খবর জানিয়ে বলেন, প্রসেনজি নাইডিংকে কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন তার থাইজোয়ারি বাসভবন থেকে বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়নি। সমগ্র অপহরণের চিত্রনাট্য খোদ প্রসেনজি নাইডিং ও তার বন্ধু সাতিলজি নাইডিং তৈরি করেছিল। পুলিশ সুপার বলেন, ১৬ এপ্রিল প্রসেনজি নাইডিঙের বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল প্রসেনজিতের থাইজোয়ারির বা।তে বিবাহ সম্পর্কিত রীতিনিয়ম চলছিল। রাত ২-টা নাগাদ প্রসেনজিতের বন্ধু সাতিলজি নাইডিং তার মারুতি গা। করে ডিমাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়না দেয়। তিনি বলেন, ডিমাপুর যাওয়ার পথে নাগাল্যান্ড সীমান্তে তাদের গাড়ি লাহরিজানে পুলিশ তল্লাশি চালায় এবং তাদের কাছ থেকে পুলিশ ফাইনও কাটে যার ভিডিও ফুটেজ ও রসিদ ডিমা হাসাও পুলিশের হাতে এসেছে। প্রসেনজিকে উদ্ধারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ এই তথ্য উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার আরও বলেন, গত ১৮ মে পুলিশের কাছে খবর আসে, প্রসেনজি নাইডিং সন্ধানহীন হয়ে গেছে। ওই খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। তার পর ১৮ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় প্রসেনজিতের ব। ভাই মনজি নাইডিঙের মোবাইলে ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে হেম্বানন পর্বসা ওরফে এক্সোর ফোন আসে যে প্রসেনজি তাদের চ্যালেঞ্জ জানানোয় তাকে অপহরণ করা হয়েছে

এবং সে এখন তাদের কাছে রয়েছে। তাই এ বিষয়ে পুলিশকে খবর দিলে প্রসেনজিতের ক্ষতি হবে বলে। এ তথ্য পেয়ে উমরাংসোর এসডিপিও এবং দিয়ুংমুখ থানার ওসি ডিমাপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সহযোগিতায় অভিযান শুরু করেন। এতে চাপে পরে সন্দেহভাজন ইউডিএলএ জঙ্গিরা প্রসেনজিকে ডিমাপুর রেলস্টেশনে ছেড়ে দেয়। সেখান থেকে ট্রেনে লামডিং ফিরে প্রসেনজিৎ তার দাদাকে ফোন করে এবং তার পর মান্দারডিসা থানার ওসি লামডিং থেকে প্রসেনজিকে উদ্ধার করে হাফলং নিয়ে আসে রাত ১২টায়। তার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পর প্রসেনজি পুলিশকে জানায়, তার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। তাই সে ডিমা হাসাও জেলা ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইছিল। সাতিলজি নাইডিঙের সঙ্গে মিলে সে এই চিত্রনাট্য তৈরি করেছিল সমস্যা থেকে দূরে থাকতে এবং মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে। পুলিশ সুপার বলেন, সাতিলজি নাইডিঙের সঙ্গে আগে থেকেই হাম্বানন পর্বসার যোগাযোগ ছিল। তাই প্রসেনজি নাইডিংকে ডিমাপুর নিয়ে যাওয়ার পর তার মুখ হাত চোখ বেঁধে ছবি তুলে তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করা হয়। এই ছবিতে দেখা যায় প্রসেনজি নাইডিঙের পাশে দুই জঙ্গি, একজনের হাতে একে ৪৭ রাইফেল ও একজনের হাতে পিস্তল, বলেন পুলিশ সুপার। তবে প্রসেনজি নাইডিং ও সাতিলজি নাইডিং যে মারুতি গাড়ি নিয়ে ডিমাপুর গিয়েছিল সেই গাড়ি নাগাল্যান্ডের দয়াপুর থেকে ডিমাপুর পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার করেছে ডিমা হাসাও পুলিশ। তবে অপহরণের যে চিত্রনাট্য তৈরি করেছিল, সেই অপরধে প্রসেনজি নাইডিঙের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেন পুলিশ সুপার। ময়ঙ্ক কুমার বলেন, নাগাল্যান্ডে থেকে হাম্বানন পর্বসা একটি জঙ্গি দল তৈরি করার চেষ্টা করছে, তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে ঠিকই, তবে হাম্বানন কেম্প্রাই যদি মূলস্রোতে ফিরে আসতে চায় বা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তা-হলে পুলিশ তাদের স্বাগত জানাবে। আর যদি অপহরণ তোলাবাজি ইত্যাদি অপরাধজনিত কাণ্ড চালিয়ে যায় তা-হলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসপি ময়ঙ্ক কুমার ডিমা হাসাও জেলার যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান, তারা যাতে কোনও অবস্থায় এ ধরনের রাস্তায় পা না বাড়ান। কারণ এতে ভবিষ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই এ-থেকে দূরে থাকার জন্য যুব সমাজের কাছে আহ্বান জানান পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এদের এভাবে থাকার সুবিধা করে দিয়ে ব্যবহার করছে। তাই এ ধরনের রাস্তা থেকে ফিরে আসার জন্য বিপথে পরিচালিত যুবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ।

বিশ্বকাপে রিঙ্কুর সুযোগ কমছে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেকেআরের যোদ্ধা আলিগড়ের নবাব রিঙ্কু সিং। এ বারের আইপিএলে এখনও অবশ্য রিঙ্কুর ব্যাটে ম্যাজিক দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ, রিঙ্কু নিজেই তো সেই অর্থে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন না। কেকেআরের টপ অর্ডার ১৭তম আইপিএলে ভালো পারফর্ম করছে। যে কারণে রিঙ্কুকে ব্যাট হাতে ধামাকা দেখাতে দেখা যাচ্ছে না। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে কেকেআর হারার পর প্রেস কনফারেন্সে এসে রিঙ্কু এই বিষয়ে জানিয়েছিলেন। টিমের টপ অর্ডার অনবদ্য পারফর্ম করছে বলে তিনি সুযোগ পাচ্ছেন না। রিঙ্কু এও বলেছিলেন, তিনি সুযোগ পেলেই দলের জন্য রান করার চেষ্টা করবেন। কেকেআরের হয়ে এই আইপিএলে সেই অর্থে বেশি ব্যাটিং করার না সুযোগ কি রিঙ্কুর টি-২০ বিশ্বকাপ স্বপ্নে জল ঢালবে? আইপিএল শেষ হলেই রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। এখনও তার জন্য ভারতীয় স্কোয়াড বাছা হয়নি। এর আগে বার বার শোনা গিয়েছে, আইপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে নজর রাখছেন জাতীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যরা। আর এতেই রিঙ্কুকে নিয়ে আশঙ্কা করছেন দেশের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। সম্প্রতি ফার্স্টস্পোর্ট-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু সিংকে নিয়ে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর বলেন, ''ও খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছে না। আমি আশা

করি নির্বাচকরা বিশ্বকাপের জন্য রিঙ্কু সিংকে ভুলে যাবে না। ও ভারতীয় টিমে থাকার যোগ্য। যখন এবং যতবারই ও সুযোগ পেয়েছে নিজেকে প্রমাণ করেছে। আমরা সকলেই সেটা দেখেছি। ধারাবাহিকতাও দেখিয়েছে ও। কোর ভারতীয় টিমের বাইরে আমি ওকে পছন্দ করি।'' কেকেআরের হয়ে ভালো খেলার পরই রিঙ্কু সিংয়ের জাতীয় দলে এন্ট্রি হয়। তিনি ভারতীয় জার্সিতে যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। টি-২০ ক্রিকেটে তিনি ভারতের নতুন ফিনিশারের তকমাও পেয়েছেন। এ বার দেখার জুনে শুরু হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় টিমে রিঙ্কু সুযোগ পান কিনা।

বিরাটকে আটকাতে কী পরিকল্পনা? জানাল কেকেআর

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিলঃ সাত ম্যাচে মাত্র একটি জিতলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে হালকা ভাবে নিতে পারছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। কারণ, তাদের দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি। চলতি আইপিএলে রানের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন তিনি। দল খারাপ খেললেও বিরাটের ব্যাটে রান রয়েছে। তাই বিরাটের বিরুদ্ধে আলাগা পরিকল্পনা করেছে কেকেআর। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠক করতে আসেন কেকেআরের পেসার বৈভব অরোরা। তিনি বলেন, ''প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্য আমরা আলাদা পরিকল্পনা করেছি। কোহলি খুব ভাল ফর্মে আছে। ওর জন্য বিশেষ করে পরিকল্পনা করা হয়েছে। বেশিক্ষণ কোহলি ক্রিজে থাকলে বিপদ। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে আউট করতে হবে। ওর শক্তি, দুর্বলতা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। কোথায় বল করলে কোহলিকে আউট করা যাবে সেটা আমরা জানি। রবিবার সেটা করারই চেষ্টা করব।''

'ধোনিকে থামানো অসম্ভব, তবে..' আশা-আশঙ্কার কথা শোনালেন প্রাক্তন সতীর্থ

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ বাইশ গজ আর ব্যাট এই দু'টো জিনিস দেখলেই ৪৩এর মহেন্দ্র সিং ধোনি যেন ২৩ এর তরুণ ক্রিকেটার হয়ে যান। বয়স বাড়লেও ধোনির ব্যাটের ঝাঁঝ এখনও কমেনি। মাহির কাছের অনেক মানুষজন বলছেন, এ বছরই সিএসকের সুপারস্টার শেষ আইপিএল খেলছেন। কিন্তু মাহি নিজে মুখে এ কথা এখনও বলেননি। কয়েকদিন আগে ধোনির কাছের বন্ধু ও তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ সুরেশ রায়না বলেছিলেন, পঁচিশের আইপিএলেও ধোনি খেলবেন। এ বার ধোনির অপর এক সতীর্থ জানালেন, ঠিক কোন জিনিস ধোনিকে ক্রিকেট খেলা থেকে আটকাতে পারে। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে মহেন্দ্র সিং ধোনি ৯ বলে অপরাজিত ২৮ রান করার পর তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিও সিনেমাতে রবীন উথাপ্পা বলেন, ''ধোনিকে যদি কিছু থামাতে পারে, তা হল ও স্বাস্থ্য। ওর ফিটনেসই একমাত্র বিষয়, যা ওর আরও খেলা চালিয়ে যাওয়া আটকে দিতে পারে। ও ক্রিকেটটা বিরাট ভালোবাসে। ক্রিকেটের প্রতি ওর প্যাশন অসাধারণ। এবং ও তাই এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় ওর খেলা যদি আটকে যায়ে তা হলে সেটা হবে শুধু ওর শারীরিক অবস্থার জন্য। ওর মনোভাব সব সময় আপ টু ডেট থাকে।'' ধোনির প্রাক্তন সতীর্থ রবীন উথাপ্পার পাশাপাশি জাহির খানও তাঁর ক্যামিও ইনিংসের প্রশংসা করেছেন। এ বারের আইপিএলে একটা জিনিস সিএসকের প্রতি ম্যাচের পর দেখা যাচ্ছে, চেন্নাই হারুক বা জিতুক ধোনি ব্যাটিং করলে তাঁকে নিয়ে বাড়তি আলোচনা হচ্ছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কতজন ৪৩ বছর বয়সে এত চনমনে থেকে ক্রিকেটটা খেলেন? তাই তো মাহি অনন্য, তাই তো মাহি অনবদ্য।

আইপিএলের ইতিহাসে সেরা বোলার, নারিনকে সিংহাসনে বসালেন গম্ভীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ নাইট টিমের হাঁড়ির খবর জানতে চান? তা হলে আপনাকে অবশ্যই শুনতে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের নাইটস পডকাস্ট। এ বারের আইপিএলে ভালো ছন্দে রয়েছে কেকেআর। পয়েন্ট টেবলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার-সুনীল নারিনরা। কেকেআরে গৌতম গম্ভীর এ বছরই মেন্টর হয়ে ফিরেছেন। প্রাক্তন নাইট অধিনায়কের বেগুনি-সোনালি জার্সিতে অতীতের স্মৃতি এবং বর্তমান ভাবনা সবই ফুটে উঠেছে কেকেআরের এই পডকাস্টে। সেখানেই প্রাক্তন সতীর্থ সুনীল নারিনকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন গৌতি। ক্যারিবিয়ান তারকা এ বারের আইপিএলে নাইট জার্সিতে ওপেনিংয়ে নেমে যথেষ্ট সফল। গৌতম গম্ভীর টিমের মেন্টর হওয়ার পর কেকেআরের হয়ে সুনীল নারিনকে ওপেনিংয়ে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে দেখা যাচ্ছে। সেই নারিনের আন্তর্জাতিক অভিষেক ম্যাচের কথাও বলেছেন গৌতি। ২০১১ সালে সুনীল নারিনের অভিষেক সিরিজে তাঁর বিরুদ্ধে খেলেছিলেন গম্ভীর। তাঁর কথায়, ''ইন্দোরে সুনীল নারিনের আন্তর্জাতিক অভিষেক ম্যাচে আমি ওর ৭-৮টা বলের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি জানতাম ও একজন কিংবদন্তি হতে চলেছে। বিশেষ করে টি-২০ ক্রিকেটে।'' নারিনকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়ে থেমে থাকেননি গৌতম। ক্যারিবিয়ান তারকাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েগৌতম গম্ভীর বলেন, ''এখন দেখো সুনীল নারিন কোথায় আছে? সম্ভবত আইপিএলের ইতিহাসে ও সবচেয়ে সেরা বোলার।'' আইপিএল কেরিয়ারে সুনীল নারিন ১৬৮টি ম্যাচ খেলেছেন। তাতে নিয়েছেন ১৭০টি উইকেট এবং করেছেন ১৩২২ রান। রয়েছে একটি সেঞ্চুরিও। এ বারের আইপিএলে কেকেআরকে মনে প্রাণে জেতাতে চাইছেন গৌতম গম্ভীর। তার জন্য প্লেয়ারদের যত রকম ভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়, সেটা করছেন। এ বার নাইট শিবিরে আইপিএলের সোনালি ট্রফি এনে দিতে পারলে গৌতমের আরও একটি ইচ্ছে এবং লক্ষাধিক কেকেআর অনুরাগীদের মনের ইচ্ছেপূরণ হবে।

বার্সার বিদায়ের পর কানসেলোর মেয়ের মৃত্যু কামনা সমর্থকদের!

বার্সেলোনা, ২০ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে গত মঙ্গলবার রাতে পিএসজির কাছে ৪-১ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়েছে বার্সেলোনা। বার্সার বিদায়ে হতাশা লুকাতে পারেননি সমর্থকেরা। অনেককে সে রাতে গ্যালারিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখা গেছে। কেউ কেউ বার্সার খেলা দেখে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন। এই ক্ষুব্ধ সমর্থকদেরই একাংশ পরে জোয়াও কানসেলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আইডিতে হামলে পড়েছেন। কানসেলোকে আক্রমণ করার কারণ, পিএসজির বিপক্ষে সে রাতের ম্যাচে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারা। ম্যাচের ৫৯ মিনিটে উসমান দেম্বেলেকে নিজেদের বক্সে ট্যাকল করে ফেলে দেন ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে বার্সায় খেলতে যাওয়া কানসেলো। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি

বাজান। ৬১ মিনিটে সফল স্পট কিকে পিএসজিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। বার্সা কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে তখনই। ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা ম্যাচ শেষে কানসেলোকে শুধু বাজে ভাষায় গালিগালাজই করেননি, তাঁর পরিবারের মৃত্যুও কামনা করেছে। চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান থেকে ছিটকে পড়ার পর বার্সেলোনা এবারের মরসুমের শেষ 'এল ক্লাসিকো'য় আগামীকাল রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ইএসপিএনকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন কানসেলো। সেখানেই ইনস্টাগ্রামে পাওয়া হুমকির বিষয়টি জানিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ ফুলব্যাক। সাক্ষাৎকারের একটি অংশে কানসেলো বলেন, ''লোকেরা যাচ্ছেতাই লিখেছে। ইনস্টাগ্রামে এমনও মন্তব্য দেখেছি, যেখানে আমার মেয়ের মৃত্যু কামনা করা হয়েছে। অথচ ওর এখনো জন্মই হয়নি। তারা কথাগুলো আমার সামনে এসে বলতে পারবে না। কারণ, তারা জানে এতে ঝামেলা হবে। কিন্তু (সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে) যা মন চায়, সেটাই লিখতে পারে।'' কানসেলোর প্রেমিকা দানিয়েলা মাসাদো একজন ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব ও ব্লগার। তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান আলিসিয়া জন্ম নেয় ২০১৯ সালে। ২৭ বছর বয়সী মাসাদো বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। আরেকটি কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। কানসেলো সাক্ষাৎকারে সেই অনাগত সন্তানের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। সাক্ষাৎকারে কানসেলো আরও বলেন, ''তারা আমার সঙ্গী, মেয়ে ও অনাগত সন্তানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। পৃথিবীটা বড়ই নিষ্ঠুর। আপনাকে এটার (নিষ্ঠুরতার) সঙ্গে বসবাস করতে জানতে হবে। আমি জানি কীভাবে চলতে-ফিরতে হয়। কিন্তু তাদের নিয়ে কী বলব, সেটা জানা নেই।'' যাঁরা তাঁর পরিবারের মৃত্যু কামনা করেছেন, তাঁদের প্রতি একটা আহ্বানও জানিয়েছেন কানসেলো, ''একটি শিশুর মৃত্যু কামনা করা সত্যিই গুরুতর ব্যাপার। মানুষ টেলিভিশনে যে ফুটবলকে দেখে, সেটার পেছনের গল্পটা তারা জানেনি। তাদের বোঝা উচিত, আমরা যারা ফুটবলার, তারাও মানুষ। আমরা ঠিক তাদের মতোই।'' ভালো খেলতে না পারলে পরিবারের নয়, শুধু তাঁরই সমালোচনা করতে বলেছেন কানসেলো, ''আপনারা আমার পারফরম্যান্সের সমালোচনা করুন। তাতে আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু আমার পরিবার নিয়ে কিছু বলবেন না। সত্যি বলতে, এই সপ্তাহটা খুব কঠিন ছিল। আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমি মনে করি আমরা সেটার (সেমিফাইনালে) যোগ্যও ছিলাম। কিন্তু সেটা যেহেতু হয়নি, এখন আমাদের তা পেছনে ফেলে রেখে এগোতে হবে।'' পিএসজির কাছে হারের রাতে ঘুমাতে পারেননি বলেও জানিয়েছেন কানসেলো, ''ওই রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। যে দিন আমরা জিততে পারি না, সে রাতে আমার সহজে ঘুম আসে না। বারবার মনে হয়, আমি আমার কাজটা ঠিকভাবে করতে পারিনি, ভালো খেলতে পারিনি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com